নতুবা সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে সদকা জিহাদ ইত্যাদি আমলও সর্বোত্তম হইয়া যায়। এই কারণেই কোন কোন হাদীসে এই সমস্ত আমলকেও সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। কেননা, এই সমস্ত আমলের প্রয়োজনীয়তা সাময়িক আর আল্লাহ তায়ালার যিকির সব সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করিবার এবং উহার ময়লা দূর করিবার বস্তু আছে (যেমন, কাপড় ও শরীরের জন্য সাবান, লোহার জন্য আগুনের ভাঁট ইত্যাদি)। আর অন্তরসমূহের ময়লা দূরকারী হইল আল্লাহ তায়ালার যিকির। আল্লাহ তায়ালার যিকির অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিস আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষাকারী নাই। এই হাদীসে যিকিরকে যেহেতু দিলের সাফাই বা পরিষ্কারের কারণ বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারাও আল্লাহর যিকির সর্বাপেক্ষা উত্তম হওয়া প্রমাণিত হয়। এইজন্য প্রত্যেক এবাদত তখনই এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে যখন উহা এখলাসের সহিত হইবে। আর এখলাস নির্ভর করে দিল পরিষ্কার হওয়ার উপর। এই কারণেই কোন কোন সূফী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে যে যিকিরের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা 'যিক্‌রে ক্বালবী' অর্থাৎ দিলের যিকির উদ্দেশ্য। জবানের যিকির উদ্দেশ্য নয়। আর দিলের যিকির ঐ যিকিরকে বলা হয় যাহা দ্বারা দিল সব সময়ের জন্য আল্লাহর সহিত জুড়িয়া যায়। আর নিঃসন্দেহে এই অবস্থাটি সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম। যখন কাহারও ইহা হাসিল হয়, তখন তাহার কোন এবাদত ছুটিতেই পারে না। কেননা, শরীরের বাহির ও ভিতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিলের অনুগত। দিল যে জিনিসের সহিত জুড়িয়া যায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও উহার সহিত জুড়িয়া যায়। আল্লাহর আশেকগণের অবস্থা কাহারও অজানা নহে। আরও অনেক হাদীসে যিকির সর্বোত্তম আমল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোন্‌টি?

তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন শরীফ পড় নাই? কুরআন পাকে আছে, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ আল্লাহর যিকির হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস নাই।

হযরত সালমান (রাযিঃ) যে আয়াতের কথা বলিয়াছেন উহা ২১তম পারার প্রথম আয়াত।

'মাজালিসুল আব্‌রার' কিতাবের লেখক বলেন, এই হাদীসে আল্লাহর যিকিরকে দান-খয়রাত, জিহাদ ও অন্যান্য এবাদত হইতে এইজন্য উত্তম বলা হইয়াছে যে, আসল মকসূদ হইল আল্লাহর যিকির। অন্যান্য সমস্ত

এবাদত-বন্দেগী হইল এই মূল মকসূদকে হাসিল করার ওসীলা ও মাধ্যম। যিকিরও দুই প্রকার—জবানী যিকির ও কালবী যিকির। কালবী যিকির জবানী যিকির হইতে উত্তম। আর উহা হইল মুরাকাবা ও চিন্তা। আর এই হাদীসেও ইহাই উদ্দেশ্য যাহাতে বলা হইয়াছে "এক মুহূর্ত ফিকির করা সত্তর বৎসর এবাদত করা হইতেও উত্তম"। 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে আছে, হযরত ছাহ্‌ল (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন—আল্লাহর যিকিরের সওয়াব এত বেশী যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচের চেয়ে সাত লক্ষ গুণ বেশী হইয়া যায়। মোটকথা, এই সমস্ত আলোচনায় বুঝা গেল, দান-খয়রাত, জিহাদ ইত্যাদি সাময়িক। সময়ের প্রয়োজন হিসাবে এইগুলির ফযীলত অনেক বেশী হইয়া যায়। কাজেই যেসমস্ত হাদীসে এইসব আমলের বেশী বেশী ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে, সেইসব হাদীস সম্পর্কে কোন জটিলতা রহিল না। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, সামান্য সময় আল্লাহর পথে দাঁড়াইয়া থাকা সত্তর বৎসর ঘরে নামায পড়া হইতে উত্তম। অথচ নামায সকলের নিকট সর্বোত্তম এবাদত। কিন্তু কাফেরদের উপদ্রব যখন বাড়িয়া যায় তখন জেহাদের আমল ঐ সমস্ত আমল হইতে উত্তম হইয়া যায়।

(৪) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَذْكُرَنَّ اللّٰهَ اَقْوَامٌ فِى الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِى الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہٗ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔

(اخرجه ابن حبان كذا فى الدر قلت ويؤيده الحديث المتقدم قريبًا بلفظ اَرْفَعُهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَ اَيْضًا قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ. رواه مسلم كذا فى الحصن وفى رواية قَالَ الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا رواه الترمذى والحاكم مختصرا وقال صحيح على شرط الشيخين وفى الجامع رواه الطبرانى عن ابى الدرداء ايضًا)

(৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, অনেক মানুষ দুনিয়াতে নরম নরম বিছানার উপর বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির করে। ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে

জান্নাতের উচ্চস্তরে পৌছাইয়া দেন। (দুররে মানসূর ঃ ইবনে হিব্বান)

ফায়দা ঃ দুনিয়াতে কষ্টভোগ করা, দুঃখ–যাতনা সহ্য করা আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। দুনিয়াতে দ্বীনি কাজে যতই কষ্ট সহ্য করিবে ততই উচ্চ মর্যাদাসমূহের হকদার হইবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মোবারক যিকিরের বরকত এই যে, আরামের সহিত নরম বিছানায় বসিয়াও যদি কেহ যিকির করে তবুও আখেরাতে এই যিকির তাহার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি তোমরা সব সময় যিকিরের মধ্যে মশগুল থাক তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানার উপর ও পথের মধ্যে তোমাদের সহিত মোছাফাহা করিতে শুরু করিবে। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে, মুফার্‌রিদ লোকেরা অনেক বেশী আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, মুফাররিদ লোক কাহারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা পাগলপারার ন্যায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়। এই হাদীসের কারণে সূফীগণ লিখিয়াছেন, বাদশাহ ও আমীরগণকে আল্লাহর যিকির হইতে বিরত রাখা উচিত নয়। কেননা, তাহারা উহার কারণে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) বলেন, তুমি তোমার সুখের সময়গুলিতে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর, তোমার দুঃখের সময়গুলিতে কাজে আসিবে। হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, বান্দা যখন তাহার সুখ, আনন্দ ও প্রাচুর্যের সময় আল্লাহ তায়ালার যিকির করে অতঃপর সে কোন কষ্ট ও মুসীবতে পড়ে, তখন ফেরেশতারা বলেন—ইহা কোন দুর্বল বান্দার পরিচিত আওয়াজ। অতঃপর আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করে। আর যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে না অতঃপর কোন কষ্ট ও মুসীবতে পড়িয়া আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন ফেরেশতারা বলে—ইহা কেমন অপরিচিত আওয়াজ! হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে ; তন্মধ্যে একটি দরজা শুধু যিকিরকারীদের জন্য রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত। আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মহব্বত করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এক জায়গায় পৌছিয়া তিনি বলিলেন, অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কতিপয়

দ্রুতগামী লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, ঐ সমস্ত অগ্রবর্তী লোকেরা কোথায়, যাহারা আল্লাহর যিকিরে পাগলপারা হইয়া মশগুল থাকে। যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করিয়া খুব তৃপ্তি লাভ করিবে সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে।

(৫) عَنْ اَبِیْ مُوْسٰیؒ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِیْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِیْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَيِّتِ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مُردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مُردہ ہے۔

(اخرجہ البخاری ومسلم والبیہقی کذا فی الدر والمشکوٰۃ)

(৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির করে না সে মৃত। (দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে প্রত্যেকেই ভয় করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত সমতুল্য। তাহার জীবন বেকার।

زندگانی نتواں گفت حیاتیکہ مراست زندہ آنست کہ با دوست وصالے دارد

অর্থাৎ, আমার হায়াতকে জীবনই বলা চলে না। প্রকৃত জীবন তো তাহার, বন্ধুর সহিত যাহার মিলন লাভ হইয়াছে।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসে দিলের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে তাহার দিল জিন্দা থাকে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না তাহার দিল মরিয়া যায়। কোন কোন আলেম আরও বলিয়াছেন, উদাহরণটি উপকার ও ক্ষতির দিক বুঝানোর জন্য দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরকারীকে যে কষ্ট দেয় সে যেন জিন্দা ব্যক্তিকে কষ্ট দিল। কাজেই ইহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে এবং ইহার পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি যিকির করে না, তাহাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল মুর্দাকে কষ্ট দেওয়া। আর মুর্দা ব্যক্তি কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না।

সূফিয়ায়ে কেরাম বলেন, এখানে জিন্দা বলিয়া চিরস্থায়ী জীবনকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, যাহারা এখলাসের সহিত বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে তাহারা কখনও মরে না ; বরং তাহারা এই দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়ার পরও জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণের ব্যাপারে কুরআন পাকে বলা হইয়াছে ঃ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের প্রভুর নিকট জীবিত। অনুরূপ, যিকিরকারীদের জন্যও মৃত্যুর পর এক প্রকার বিশেষ জীবন রহিয়াছে। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৬৯)

হাকেম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর যিকির দিলকে ভিজাইয়া দেয় এবং দিলের মধ্যে নম্রতা পয়দা করে। আর যখন দিল আল্লাহর যিকির হইতে খালি হয় তখন নফসের গরমি ও খাহেশাতের আগুনে শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও শক্ত হইয়া যায়। ফলে এই দিল ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবাদত–বন্দেগী হইতে রুখিয়া যায়। যদি এই অঙ্গগুলিকে টানিয়া সোজা করিতে চাও তা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

যেমন শুকনা কাঠকে ঝুকাইতে চাহিলেও ঝুকে না শুধু কাটিয়া জ্বালাইবার উপযুক্ত থাকিয়া যায়।

(৬) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰىؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِىْ حِجْرِهٖ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَاٰخَرُ يَذْكُرُ اللّٰهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ لِلّٰهِ اَفْضَلَ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ اُن کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

(اخرجه الطبرانى كذا فى الدر وفى مجمع الزوائد رواه الطبرانى فى الاوسط ورجاله وثقوا)

(৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা–পয়সা থাকে এবং সে এইগুলিকে দান করিতে থাকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, তবে যিকিরকারী ব্যক্তিই উত্তম হইবে। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা যত বড় জিনিসই হউক না কেন আল্লাহর যিকির উহার চাইতেও উত্তম। সুতরাং কত সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত মালদার যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সাথে সাথে আল্লাহর যিকির করারও তওফীক পাইয়া যায়। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেও বান্দার উপর প্রতিদিন ছদকা হইতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই

তাহার যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যিকিরের তাওফীক পাওয়া এত বড় নেয়ামত যে, ইহা হইতে বড় নেয়ামত আর হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক ব্যবসা–বাণিজ্য, চাকরী–বাকরী, চাষাবাদ ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে তাহারা যদি সামান্য সময় আল্লাহর যিকিরের জন্য বাহির করিয়া লয়, তবে ইহা বিনা পরিশ্রমে অনেক বড় কামাই হইবে। দিবা–রাত্র চব্বিশ ঘন্টা হইতে দুই চার ঘন্টা সময় আল্লাহর যিকিরের জন্য বাহির করিয়া লওয়া এমনকি কঠিন ব্যাপার। অথচ অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্মে অনেক সময় খরচ হইয়া যায়। আল্লাহর যিকিরের মত একটি উপকারী কাজের জন্য সময় বাহির করা কি আর মুশকিল হইবে।

এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালার উত্তম বান্দা তাহারা, যাহারা আল্লাহর যিকিরের জন্য চন্দ্র, সূর্য, তারা ও ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ, সঠিক সময়ের নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষ এহতেমাম করে। বর্তমান যুগে ঘড়ি–ঘন্টার অধিক প্রচলন যদিও ইহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছে, তবুও এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা ভাল। যাহাতে কখনও ঘড়ি নষ্ট হইয়া গেলেও সময় নষ্ট না হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, জমিনের যে অংশে আল্লাহর যিকির করা হয় সেই অংশ সাত তবক নীচ পর্যন্ত অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করিয়া থাকে।

(৭) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَّا عَلٰى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى فِيْهَا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق وافسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گذر گئی ہو۔

(اخرجه الطبرانى والبيهقى كذا فى الدر وفى الجامع رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب ورقم له بالحسن وفى مجمع الزوائد رواه الطبرانى ورجاله ثقات وفى شيخ الطبرانى خلاف واخرج ابن ابى الدنيا والبيهقى عن عائشةؓ بمعناه مرفوعًا كذا فى الدر وفى الترغيب بمعناه عن ابى هريرة مرفوعًا وقال رواه احمد باسناد صحيح وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى)

(৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাতবাসীদের দুনিয়ার কোন জিনিসের জন্য আফসোস বা আক্ষেপ হইবে না ; শুধুমাত্র ঐ সময়টুকুর জন্য আফসোস হইবে যাহা দুনিয়াতে আল্লাহর যিকির ছাড়া কাটিয়াছে।

(দুররে মানসূর ঃ তাবারানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার পর যখন এই দৃশ্য সামনে আসিবে যে, একবার মাত্র আল্লাহর নাম লওয়ার কারণে কি পরিমাণ নেকী দেওয়া হইতেছে ; কত পাহাড় পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইতেছে, তখন নিজের কামাইয়ের এত লোকসান দেখিয়া যে পরিমাণ আফসোস হইবে উহা সহজেই অনুমেয়। এমন সৌভাগ্যবান বান্দাও আছে, যাহাদের কাছে আল্লাহর যিকির ছাড়া দুনিয়াটাই ভাল লাগে না। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মোনাব্বেহাত' কিতাবে লিখিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয রাযী (রহঃ) এইভাবে মোনাজাত করিতেন ঃ

اِلٰهِی لَا يَطِيْبُ اللَّيْلُ اِلَّا بِمُنَاجَاتِكَ وَلَا يَطِيْبُ النَّهَارُ اِلَّا بِطَاعَتِكَ وَلَا تَطِيْبُ الدُّنْيَا اِلَّا بِذِكْرِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْاٰخِرَةُ اِلَّا بِعَفْوِكَ وَلَا تَطِيْبُ الْجَنَّةُ اِلَّا بِرُؤْيَتِكَ

অর্থাৎ, আয় আল্লাহ! তোমার সহিত মোনাজাত ছাড়া রাত্র ভাল লাগে না, তোমার এবাদত ছাড়া দিন ভাল লাগে না, তোমার যিকির ছাড়া দুনিয়া ভাল লাগে না, তোমার ক্ষমা ছাড়া আখেরাত ভাল লাগিবে না, তোমার দীদার ছাড়া জান্নাত ভাল লাগিবে না।

হযরত ছিররী ছাকতী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জুরজানী (রহঃ)কে ছাতু খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এইভাবে শুকনা ছাতু খাইতেছেন! তিনি বলিলেন, রুটি চিবাইয়া খাওয়া এবং এইভাবে ছাতু খাওয়ার মধ্যে আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, রুটি চিবাইয়া খাইতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত সময় খরচ হয় উহাতে একজন মানুষ সত্তরবার সুবহানাল্লাহ পড়িতে পারে। এইজন্য আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ রুটি খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। এইভাবে শুধু ছাতুর উপরই জীবন কাটাইতেছি।

মনসূর ইবনে মোতামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর যাবত এশার পর তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন নাই। রবী' ইবনে হায়ছাম (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বিশ বৎসর যাবৎ তিনি যে কথা বলিতেন উহা একটি কাগজে লিখিয়া লইতেন এবং রাত্রে তিনি নিজের দিলের সহিত হিসাব করিতেন কয়টি কথা দরকারী ছিল আর কয়টি বেদরকারী।

(৮) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ وَاَبِیْ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ. اخرجه ابن ابی شيبة واحمد ومسلم والترمذی وابن ماجة والبيهقی كذا فی الدر والحصن والمشكوٰة وفی حديث طويل لِاَبِیْ ذَرٍّ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ رَاْسُ الْاَمْرِ كُلِّهٖ وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِی السَّمَآءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِی الْاَرْضِ. الحديث ذكره فی الجامع الصغير برواية الطبرانی وعبد بن حميد فی تفسيره ورقم له بالحسن.

حضرت اَبُوْہُرَیْرَہ رضؓ اور حضرت ابوسعیدؓ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صَلَّی اللہ عَلَیہ وسَلَّم سے سُنا، اِرشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ جَلّ شانُہٗ اُن کا تذکرہ اپنی مجلس میں (تفاخُر کے طور پر) فرماتے ہیں۔ حضرت ابوذرؓ نبیٔ اکرم صَلَّی اللہ علیہ وسلّم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقویٰ کی وصیّت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کہ بھلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو۔ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری اُمّت کی فقیری یہی ہے مسکینوں سے محبّت رکھنا ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلّقات جوڑنے کی فکر رکھنا وہ اگرچہ تجھ سے تعلّقات توڑ دیں۔ حق بات کہنے میں تردُّد نہ کرنا گو کسی کو کڑوی لگے۔ اللہ کے معاملہ میں کسی کی مَلامت کی پرواہ نہ کرنا۔ تجھے اپنی عیب بینی دوسروں کے عیُوب پر نظر نہ کرنے دے اور جس عیب میں خود مُبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصّہ نہ کرنا۔ اے ابوذر حُسنِ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز اُمور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے اور

خوش خُلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں ۔۔

(৮) হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ (রাযিঃ) দুইজনই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি—তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, ফেরেশতারা উহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদিগকে ঢাকিয়া লয়। তাহাদের উপর ছাকীনা নাযিল হয়। আর আল্লাহ তায়ালা নিজ মজলিসে (গর্ব করিয়া) তাহাদের আলোচনা করেন।

(দুররে মানসূর ঃ হিসনে হাসীন, মিশকাত ঃ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত আবূ যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার নসীহত করিতেছি। কেননা ইহা সমস্ত বিষয়ের মূল। কুরআন পাকের তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের এহতেমাম কর। ইহা দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হইবে এবং জমিনে ইহা তোমার জন্য নূর হইবে। বেশীর ভাগ সময় চুপ থাক। ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলিও না। ইহা শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং দ্বীনের কাজে সাহায্য করে। অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা, ইহাতে দিল মরিয়া যায় ও চেহারার নূর চলিয়া যায়। জিহাদ করিতে থাক। কেননা, আমার উম্মতের বৈরাগ্য ইহাই। মিসকীনদেরকে মহব্বত কর। তাহাদের সহিত বেশী সময় কাটাও। নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে দেখ, উপরের স্তরের লোকদেরকে দেখিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ যে নেয়ামত তোমাকে দান করিয়াছেন উহার প্রতি বেকদরী পয়দা হয়। আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক জুড়িয়া রাখার চেষ্টা কর। যদিও তাহারা তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। হক কথা বলিতে দ্বিধা করিও না, যদিও কাহারও নিকট তিক্ত লাগে। আল্লাহর ব্যাপারে কাহারও তিরস্কারের পরোয়া করিও না। নিজের দোষ দেখার মধ্যে এমনভাবে মশগুল হও যেন অন্যের দোষ দেখার সুযোগ না হয়। যে দোষ তোমার মধ্যে রহিয়াছে এমন দোষের কারণে অন্যের প্রতি রাগ করিও না। হে আবূ যর! সুব্যবস্থা গ্রহণের চাইতে উত্তম বুদ্ধিমত্তা আর নাই। নাজায়েয কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা সর্বোত্তম পরহেজগারী। সদ্ব্যবহার সমতুল্য কোন ভদ্রতা নাই। (জামে সগীর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ 'ছাকীনা' শব্দের অর্থ শান্তি ও গাম্ভীর্য অথবা বিশেষ রহমত। ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। আমার লেখা 'ফাযায়েলে

কুরআন' কিতাবের চল্লিশ হাদীস অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ছাকীনা' এমন জিনিস যাহার মধ্যে শান্তি, রহমত ইত্যাদি সবকিছু রহিয়াছে এবং তাহা ফেরেশতাদের সহিত নাযিল হয়।

যিকিরকারীদের আলোচনা আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে গর্বের সহিত করিয়া থাকেন—ইহার একটি কারণ হইল, আদম (আঃ)কে পয়দা করার সময় ফেরেশতারা আরজ করিয়াছিল, ইহারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ করিবে। বিস্তারিত আলোচনা প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ হইল, ফেরেশতারা যদিও পুরাপুরিভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মানিয়া চলে, তাহার এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকে তবু ইহা বাস্তব যে, তাহাদেরকে গোনাহ করার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এবাদত করা বা গোনাহে লিপ্ত হওয়া এই দুই প্রকারেরই ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন। তদুপরি গাফলতি ও নাফরমানীর বিভিন্ন উপকরণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, মনের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। কাজেই এই সমস্ত বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও মানুষের এবাদত ও আনুগত্য এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া চলা খুবই প্রশংসনীয় ও কদর পাওয়ার উপযুক্ত।

হাদীসে আছে, যখন আল্লাহ তায়ালা জান্নাত তৈরী করার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, জান্নাত দেখিয়া আস। তিনি জান্নাত দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, এই জান্নাতের খবর যে-ই পাইবে সে ইহাতে প্রবেশ করিবেই। অর্থাৎ, জান্নাতের মধ্যে যেসমস্ত নেয়ামত, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের আসবাব রাখা হইয়াছে, উহা শুনিবার ও একীন করিবার পর এমন কে আছে যে উহাতে প্রবেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্ট দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি আমল উহার উপর সওয়ার করাইয়া দিলেন ; অর্থাৎ এই সমস্ত আমল সঠিকভাবে পালন কর, তাহা হইলেই জান্নাতে যাইতে পারিবে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, যাও, এইবার দেখিয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমনিভাবে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম তৈরী করার পর হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে উহা দেখিয়া আসার জন্য বলিলেন। হযরত

জিবরাঈল (আঃ) জাহান্নামের আজাব, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্গন্ধময় জিনিস দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, যে ব্যক্তি জাহান্নামের অবস্থা জানিতে পারিবে, সে কখনও উহার কাছেও যাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে দুনিয়ার মোহ ও বিভিন্ন খাহেশের বস্তু দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যেমন, আল্লাহর নাফরমানী, জেনা, শরাব, জুলুম ইত্যাদি পাপকার্যের পর্দা উহার উপর ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, এইবার দেখিয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আয় আল্লাহ! এখন তো আমার আশংকা হইতেছে যে, কেহই জাহান্নাম হইতে বাঁচিতে পারিবে না।

এই কারণেই কোন বান্দা যখন আল্লাহর 'হুকুম মানিয়া চলে এবং গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে তখন সে যে পরিবেশে থাকিয়া এইরূপ চলিতেছে সেই পরিবেশ হিসাবে তাহার কদর হয়। আর এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উক্ত হাদীসে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা বিশেষভাবে এই কাজের জন্যই নিযুক্ত। অর্থাৎ, যেখানে আল্লাহর যিকিরের মজলিস হয়, আল্লাহর যিকির করা হয় সেখানে তাহারা জমা হয় এবং যিকির শুনিয়া থাকে। যেমন এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ফেরেশতাদের একটি জামাত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরাফেরা করিতে থাকে, যেখানেই তাহারা যিকিরের আওয়াজ শুনিতে পায় অন্যান্য সঙ্গীদেরকে ডাকিয়া বলে, আস, এখানে আস, তোমরা যে জিনিস তালাশ করিতেছ তাহা এখানে রহিয়াছে। তখন তাহারা একজনের উপর আরেকজন জমা হইতে থাকে। এইভাবে তাহাদের হাল্‌কা বা ঘেরাও আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৪নং হাদীসে আসিতেছে।

(৯) عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
عَلٰى حَلْقَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ
مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ
اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدٰنَا
لِلْاِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
صحابہؓ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے
گئے اور دریافت فرمایا کس بات نے تم لوگوں
کو یہاں بٹھایا ہے عرض کیا کہ اللہ جل شانہٗ کا
ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا
کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی

آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ
قَالُوْا آللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلَّا ذٰلِكَ
قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً
لَّكُمْ وَلٰكِنْ اَتَانِىْ جِبْرَئِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ
اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ.
(اخرجه ابن ابى شيبة واحمد و
مسلم والترمذى والنسائى كذا
فى الدر والمشكوة)

دولت سے نوازا. یہ اللہ کا بڑا ہی احسان
ہم پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو صحابہؓ
نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے
بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم
نہیں دی بلکہ جبرئیلؑ میرے پاس ابھی آئے
تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہٗ تم لوگوں
کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں.

(৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে কোন্ জিনিস এইখানে জমা করিয়াছে। তাঁহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালার যিকির করিতেছি এবং এই জন্য তাঁহার হাম্‌দ ও ছানা করিতেছি যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের দৌলত দান করিয়াছেন—ইহা আমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার বড়ই এহসান। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, খোদার কসম! তোমরা কি শুধু এইজন্যই বসিয়া আছ? সাহাবীগণ বলিলেন, জ্বি হাঁ, খোদার কসম, আমরা শুধু এইজন্যই বসিয়া আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তোমাদের প্রতি কোন খারাপ ধারণার কারণে তোমাদেরকে কসম দেই নাই বরং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এইমাত্র আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং তিনি এই খবর শুনাইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কারণে ফেরেশতাদের উপর গর্ব করিতেছেন।

(দুররে মানসূর, মিশকাত ঃ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, আমি যে তোমাদেরকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উহার উদ্দেশ্য হইল, বিষয়টির প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা। কেননা, ইহা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কারণও হইতে পারে যেইজন্য আল্লাহ তায়ালা গর্ব করিতেছেন। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ইহাই একমাত্র গর্বের কারণ। কতই না সৌভাগ্যবান ছিলেন ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের এবাদত-বন্দেগী আল্লাহর কাছে কবুল হইয়া গিয়াছিল। যাহাদের হাম্‌দ ও

ছানার উপর আল্লাহ তায়ালার গর্বের সুসংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক জবানে তাঁহারা দুনিয়াতেই জানিতে পারিতেন। আর এইরূপ কেনই বা হইবে না? তাঁহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজসমূহ আসলেই ইহার যোগ্য ছিল। নমুনাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে তাহাদের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীর আলোচনা 'হেকায়াতে সাহাবা' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, গর্ব করার অর্থ হইল, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন যে, দেখ, এই সমস্ত লোক—তাহাদের সহিত নফস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না রহিয়াছে, শয়তান তাহাদের উপর সওয়ার হইয়া রহিয়াছে, মনের কামনা-বাসনা তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, দুনিয়াবী নানাবিধ প্রয়োজনও তাহাদের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে, এতদসত্ত্বেও তাহারা এই সবকিছুর মোকাবিলায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল রহিয়াছে। এত বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা আমার যিকির হইতে হটিতেছে না। তোমাদের যিকির ও তসবীহ-তাহলীলের পিছনে কোন বাধা-বিপত্তি নাই, যাহা তাহাদের রহিয়াছে। এই হিসাবে তাহাদের যিকিরের তুলনায় তোমাদের যিকির কিছুই নহে।

(١٠) عَنْ اَنَسٍؓ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اِلَّا وَجْهَهٗ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَّكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع ہوں، اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے، اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

اخرجه احمد والبزار وابو يعلى والطبرانى واخرجه الطبرانى عن سهل بن الحنظلية ايضا واخرجه البيهقى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَزَادَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا فِىْ مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوْا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ اِلَّا كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ۔

دوسری حدیث میں ہے اس کے بالمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت وافسوس کا سبب ہوگا۔

كذا فى الدر قال المنذرى رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورواته

محتج بهم فى الصحيح وفى الباب عن ابى هريرة عند احمد وابن حبان وغيرهما وصححه الحاكم على شرط مسلم فى موضع وعلى شرط البخارى فى موضع اخرى وعزا السيوطى فى الجامع حديث سهل الى الطبرانى والبيهقى فى الشعب والضياء ورقم له بالحسن وفى الباب روايات ذكرها فى مجمع الزوائد۔

(১০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে সমস্ত লোক আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন আসমান হইতে এক ফেরেশতা ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(দুররে মানসূর ঃ আহমদ, তাবারানী)

আরেক হাদীসে আছে, ইহার বিপরীত যে মজলিসে আল্লাহ পাকের কোন যিকির হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হইবে। (দুররে মানসূর ঃ বায়হাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, এই মজলিসের বে-বরকতী ও ক্ষতির কারণে আফসোস হইবে। আর ইহাও বিচিত্র নহে যে, কোন অসঙ্গত কাজের দরুন বিপদ বা ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিসের লোক এমন যেন তাহারা মৃত গাধা ভক্ষণ করিয়া উঠিল। এক হাদীসে আসিয়াছে, মজলিসের কাফফারা অর্থাৎ, মজলিসের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য মজলিসের শেষে এই দোয়া পড়িয়া নিবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

আরেক হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহ তায়ালার যিকির হয় না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হয় না, সেই মজলিস কেয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন দয়ায় চাহিলে মাফ করিয়া দিবেন অথবা শাস্তি প্রদান করিবেন। এক হাদীসে আছে, তোমরা মজলিসের হক আদায় কর। আর তাহা এই যে, বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর। পথিককে প্রয়োজনে

পথ দেখাইয়া দাও। নাজায়েয কিছু সামনে আসিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও (কিংবা নজর নীচু করিয়া লও যাহাতে উহার উপর দৃষ্টি না পড়িয়া যায়)।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে, তাহার সওয়াব অনেক বড় পাল্লায় ওজন করা হউক (অর্থাৎ, তাহার সওয়াব বেশী হউক), কারণ সওয়াব বেশী হইলেই বড় পাল্লায় ওজন করার প্রয়োজন হইবে নতুবা সাধারণ হইলে তো পাল্লার এক কোণাই যথেষ্ট হইবে। সে যেন মজলিসের শেষে এই দোয়া পড়েঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

উপরে উল্লেখিত হাদীসে গোনাহসমূহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার সুসংবাদও রহিয়াছে। কুরআন পাকেও সূরায়ে ফুরকানের শেষে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এরশাদ হইয়াছেঃ

فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

অর্থাৎ, ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহাদের গোনাহকে আল্লাহ তায়ালা নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেন। আর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(সূরা ফোরকান, আয়াত ঃ ৭০)

এই আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে ঃ

এক. গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে এবং নেকী থাকিয়া যাইবে। আর ইহাও এক রকম পরিবর্তন কেননা, কোন গোনাহ বাকী রহিল না।

দুই. এই সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে বদ আমলের পরিবর্তে নেক আমলের তওফীক পাইবে। যেমন বলা হয় গরমের পরিবের্তে শীত আসিয়া গেল।

তিন. তাহাদের খারাপ অভ্যাসগুলি ভাল অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের অভ্যাস স্বভাবগত হইয়া থাকে যাহা কখনও পরিবর্তন হয় না। এইজন্যই প্রবাদ আছে, 'পাহাড় স্থানান্তরিত হয় কিন্তু স্বভাব বদলায় না।' এই প্রবাদও একটি হাদীস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে—তোমরা যদি শুনিতে পাও যে, পাহাড় নিজের জায়গা হইতে সরিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে তবে ইহা বিশ্বাস করিতে পার ; কিন্তু যদি শুনিতে পাও যে, কাহারও স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে তবে উহা বিশ্বাস করিও না। হাদীসের অর্থ এই হইল যে, স্বভাব বদলাইয়া যাওয়া পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার চাইতেও কঠিন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, সুফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ মানুষের অভ্যাস

সংশোধনের যে কাজ করেন উহার অর্থ কি হইবে? উত্তর হইল, এছলাহ বা সংশোধন দ্বারা অভ্যাস পরিবর্তন হয় না বরং উহার সম্পর্ক পরিবর্তন হইয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তির স্বভাবে রাগ আছে। এমন নয় যে, মাশায়েখগণের এছলাহের দ্বারা তাহার রাগ দূর হইয়া যাইবে, বরং পূর্বে রাগের সম্পর্ক যে সমস্ত জিনিসের সহিত ছিল যেমন অপাত্রে জুলুম করা, অহংকার করা ইত্যাদি। এইগুলির বদলে আল্লাহর নাফরমানী ও তাহার আদেশ লংঘন ইত্যাদির দিকে পরিবর্তন হইয়া যায়

হযরত ওমর (রাযিঃ) যিনি এক সময় মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেন নাই, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতের বরকতে তিনি কাফেরদের উপর অনুরূপভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। অন্যান্য চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারও ঠিক এইরকম। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হইবে, আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত লোকদের চরিত্রের সম্পর্ক গোনাহের বদলে নেকীর সহিত করিয়া দেন।

চার. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে গোনাহ হইতে তওবা করার তওফীক দান করেন। যে কারণে পুরাতন গোনাহগুলি স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয় ও তওবা করে। আর তওবা যেহেতু একটি এবাদত, কাজেই প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি তওবার জন্য নেকী লাভ হইয়া যায়।

পাঁচ. উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হইল, যদি মেহেরবান আল্লাহ তায়ালার নিকট কাহারও কোন কাজ পছন্দ হয় এবং নিজ দয়ায় তিনি তাহাকে গোনাহের সমান নেকী দান করেন তবে কাহার কি বলার আছে। তিনি মালিক, বাদশাহ, সর্বশক্তিমান। তাঁহার রহমতের কোন সীমা নাই। তাঁহার মাগফিরাতের দরজা কে বন্ধ করিতে পারে। কে তাঁহার দানের ব্যাপারে বাধা দিতে পারে। তিনি যাহা কিছু দেন আপন মালিকানা হইতে দেন। আপন কুদরতের প্রকাশও তিনি ঘটাইবেন। অসাধারণ ক্ষমা ও মাগফেরাতও তিনি সেইদিন দেখাইবেন। হাশরের দৃশ্য ও হিসাব-নিকাশের বিভিন্ন তরীকা বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

'বাহ্‌জাতুন-নুফূস' কিতাবে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হইয়াছে যে, হিসাব কয়েক প্রকারে লওয়া হইবে ঃ— একটি এই যে, অত্যন্ত গোপনে পর্দার আড়ালে বান্দার হিসাব লওয়া হইবে। তাহার গোনাহসমূহ একটি একটি করিয়া পেশ করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, অমুক সময় তুমি অমুক কাজ কর নাই? তখন স্বীকার না করিয়া তাহার

কোন উপায় থাকিবে না। এমনকি গোনাহের পরিমাণ বেশী দেখিয়া সে মনে করিবে যে, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ গোপন রাখিয়াছি আজও গোপন রাখিলাম এবং তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর এই ব্যক্তি এবং তাহার মত আরও অন্যান্য লোক যখন হিসাবের স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবে তখন লোকেরা তাহাদেরকে দেখিয়া বলিবে, ইহারা আল্লাহর কত মোবারক বান্দা, কোন গোনাহই করে নাই। আসলে তাহারা তাহাদের গোনাহের কথা জানিতেই পারে নাই। এমনিভাবে আরেক প্রকারের লোক হইবে, তাহাদের ছোট বড় অনেক গোনাহ থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইবেন, তাহাদের ছোট গোনাহগুলিকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দাও। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিবে, আয় আল্লাহ! আরও অনেক গোনাহ আছে যেগুলি এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। এই ধরনের আরও অনেক প্রকার হিসাব-নিকাশের কথা 'বাহজাতুন-নুফূস' কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনি যাহাকে সকলের শেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে এবং সকলের শেষে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। এক ব্যক্তিকে ডাকা হইবে এবং ফেরেশতাদেরকে বলা হইবে, তাহার বড় বড় গোনাহ যেন এখন উল্লেখ করা না হয় ; বরং ছোট গোনাহগুলিকে তাহার সামনে পেশ করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতএব হিসাব শুরু হইয়া যাইবে—এক একটি গোনাহ সময় উল্লেখ করিয়া তাহার সামনে পেশ করা হইবে। সে উপায় না দেখিয়া এইগুলি স্বীকার করিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ হইতে এরশাদ হইবে, তাহার প্রতিটি গোনাহের বদলে এক একটি নেকী দান কর। তখন সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিবে, আয় আল্লাহ! এখনও অনেক গোনাহ বাকী রহিয়াছে যেগুলি উল্লেখ করা হয় নাই। এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাসিয়া উঠিলেন।

উক্ত ঘটনায় প্রথমতঃ তাহাকে সর্বশেষে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে—ইহা কি সামান্য সাজা! দ্বিতীয় কথা হইল যে, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে, যাহার গোনাহ নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইবে ; তাহা তো আমরা জানি না। কাজেই আল্লাহ পাকের দরবারে আশাবাদী হইয়া তাহার দয়া ও মেহেরবানী কামনা করাই হইবে গোলামীর পরিচয়। আর এই

ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া বড়ই স্পর্ধার ব্যাপার। হাঁ গোনাহকে নেকী দ্বারা বদলাইয়া দেওয়ার পিছনে যে কারণ রহিয়াছে তাহা হইল এখলাসের সহিত যিকিরের মজলিসে হাজির হওয়া। যাহা উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এই এখলাসও আল্লাহরই দান।

একটি জরুরী কথা এই যে, জাহান্নাম হইতে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি বাহ্যতঃ একটি অপরটির বিপরীত মনে হইলেও আসলে কোন অমিল নাই। কারণ, একদল বাহির হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে 'সর্বশেষে বাহির হইয়াছে' বলা যাইবে। আর যে শেষের নিকটবর্তী তাহাকেও শেষই বলা হইয়া থাকে। এমনিভাবে ইহার অর্থ—বিশেষ বিশেষ দল যাহারা সর্বশেষে বাহির হইবে তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিও হইতে পারে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এখলাস। আর এখলাসের এই শর্তটি এই কিতাবের অনেক হাদীসে পাওয়া যাইবে। আসলে আল্লাহ তায়ালার কাছে এখলাসেরই মূল্য। যে পরিমাণ এখলাস হইবে আমলও সেই পরিমাণে মূল্যবান হইবে। সূফিয়ায়ে কেরামের মতে এখলাসের হাকীকত হইল—কথা ও কাজ এক রকম হওয়া। সামনে এক হাদীসে আসিতেছে, এখলাস উহাকে বলে যাহা গোনাহ হইতে বিরত রাখে।

'বাহজাতুন-নুফূস' কিতাবে আছে, এক অত্যাচারী বাদশাহের জন্য জাহাজ ভর্তি করিয়া শরাব আনা হইতেছিল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি সেই জাহাজের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি শরাবের মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু একটি মটকা না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাহাকে বাধা দেওয়ার মত সাহস কাহারও হয় নাই। কিন্তু সকলেই অবাক হইল যে, এই লোক কি করিয়া এমন অত্যাচারী বাদশার মোকাবেলা করার সাহস করিল! বাদশাহকে জানানো হইল। বাদশাও অবাক হইল যে, একজন সাধারণ লোক এমন সাহস কিভাবে করিল! আবার সবগুলি মটকা ভাঙ্গিয়া একটিকে ছাড়িয়া দিল কেন? বাদশাহ তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন তুমি ইহা করিলে? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার দিলে ইহার প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হইয়াছে, তাই এইরূপ করিয়াছি। তোমার মনে যাহা চায় আমাকে শাস্তি দিতে পার। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, একটি মটকা কেন রাখিয়া দিলে? তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি ইসলামী জোশের কারণে ভাঙ্গিয়াছি। কিন্তু শেষ মটকাটি ভাঙ্গিবার সময় আমার মনে এক

ধরনের খুশী আসিল যে, আমি একটি নাজায়েয কাজকে খতম করিয়া দিয়াছি। তখন আমার মনে খটকা হইল যে, হয়ত আমার মনের খুশীর জন্য ইহা ভাঙ্গিতেছি। কাজেই একটিকে না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। বাদশাহ বলিল, লোকটিকে ছাড়িয়া দাও, কেননা (ঈমানের কারণে) সে অপারগ ছিল।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'এহয়াউল উলূম' কিতাবে লিখিয়াছেন, বনী ইসরাঈল গোত্রে একজন আবেদ ছিল। সবসময় সে এবাদতে মশগুল থাকিত। একবার একদল লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, এখানে কিছু লোক একটি গাছের পূজা করে। ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইল এবং কুড়াল কাঁধে লইয়া গাছটি কাটিবার জন্য রওয়ানা হইল। পথে শয়তান এক বৃদ্ধ লোকের বেশ ধরিয়া আবেদকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, অমুক গাছটি কাটিতে যাইতেছি। শয়তান বলিল, গাছের সাহিত তোমার কি সম্পর্ক; তুমি নিজের এবাদতে মশগুল থাক। একটি বেহুদা কাজের জন্য তুমি নিজের এবাদত ছাড়িয়া দিয়াছ কেন? আবেদ বলিল, ইহাও একটি এবাদত। শয়তান বলিল, আমি তোমাকে কাটিতে দিব না। এইবার দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। আবেদ শয়তানের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শয়তান অপারগ হইয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, আচ্ছা, একটি কথা শুন। আবেদ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। শয়তান বলিল, গাছ কাটা আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর ফরজ করেন নাই এবং ইহাতে তোমার কোন ক্ষতিও হইতেছে না। আর তুমি নিজেও উহার এবাদত করিতেছ না। আল্লাহ তায়ালার বহু নবী আছেন। ইচ্ছা করিলে কোন নবীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা গাছটি কাটাইয়া দিতেন। আবেদ বলিল, আমি ইহা অবশ্যই কাটিব। এই কথার উপর আবার দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। আবেদ শয়তানের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। শয়তান বলিল, আমি একটি মীমাংসার কথা বলিব কি? যাহা তোমার জন্য লাভজনক হইবে। আবেদ বলিল, হাঁ বল। শয়তান বলিল, তুমি একজন গরীব লোক, দুনিয়ার উপর বোঝা হইয়া আছ। তুমি গাছ কাটা হইতে বিরত হইলে আমি তোমাকে দৈনিক তিনটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিব, যাহা প্রতিদিন তুমি শিয়রের কাছে পাইবে। ইহাতে তোমার প্রয়োজনও মিটিয়া যাইবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদেরও সাহায্য করিতে পারিবে। আরও অন্যান্য সওয়াবের কাজও করিতে পারিবে। আর গাছ কাটিলে মাত্র একটি সওয়াব পাইবে। আবার তাহাও বেকার। কেননা, ঐসব লোক এই গাছের পরিবর্তে আরেকটি গাছ লাগাইয়া লইবে।

শয়তানের কথা আবেদের মনে লাগিল এবং মানিয়া লইল। দুইদিন পর্যন্ত সে স্বর্ণমুদ্রা ঠিকমতই পাইল কিন্তু তৃতীয় দিন আর পাইল না। আবেদ রাগান্বিত হইয়া কুড়াল হাতে লইয়া আবার গাছ কাটিতে চলিল। পথে সেই বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ? আবেদ বলিল, ঐ গাছটি কাটিতে যাইতেছি। বৃদ্ধ বলিল, তুমি উহা কাটিতে পারিবে না। এই বলিয়া দুইজনের মধ্যে মোকাবেলা হইল। এইবার বৃদ্ধ আবেদের উপর জয়ী হইয়া গেল এবং আবেদের বুকের উপর চড়িয়া বসিল। আবেদ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এইবার তুমি কিভাবে জয়ী হইলে? বৃদ্ধ বলিল, আগে তোমার রাগ খালেছ আল্লাহর জন্য ছিল; কাজেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আর এইবার তোমার মনে স্বর্ণমুদ্রার খেয়াল ছিল বলিয়া তুমি পরাস্ত হইয়াছ। আসল কথা হইল, যে কাজ খালেছ আল্লাহর জন্য হয় উহা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়।

(١١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ اٰدَمِيٌّ عَمَلاً اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔

(اخرجه احمد كذا فى الدر والى احمد عزاه فى الجامع الصغير بلفظ اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللهِ ورقم له بالصحة وفى مجمع الزوائد رواه احمد ورجاله رجال الصحيح الا ان زيادا لم يدرك معاذا ثم ذكره بطريق آخر وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح قلت وفى المشكوة عنه موقوفا بلفظ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً اَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وقال رواه مالك والترمذى وابن ماجة اه قلت وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبى وفى المشكوة برواية البيهقى فى الدعوات عن ابن عمر مرفوعا بمعناه قال القارى رواه ابن ابى شيبة و ابن ابى الدنيا وذكره فى الجامع الصغير برواية البيهقى فى الشعب ورقم له بالضعف وزاد فى اوّله لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وفى مجمع الزوائد برواية جابر مرفوعا نحوه وقال رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط ورجالهما رجال الصحيح اه)

(১১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর

যিকির হইতে বড় মানুষের আর কোন আমল কবর আজাব হইতে অধিক নাজাত দানকারী নাই। (দুররে মানসূর ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ কবর আজাব যে কত কঠিন তাহা ঐ সমস্ত লোকই জানেন, যাহাদের সামনে কবরের আজাব সম্পর্কিত হাদীসগুলি রহিয়াছে। হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কবরের পাশ দিয়া যাইতেন তখন তিনি এত কাঁদিতেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক ভিজিয়া যাইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় এত কাঁদেন না, কবরের সামনে আসিলে যত কাঁদেন। হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলিলেন, কবর আখেরাতের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম মঞ্জিল। যে ব্যক্তি ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তাহার জন্য পরবর্তী সব মঞ্জিল সহজ হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ইহা হইতে নাজাত পায় না তাহার জন্য পরবর্তী সব মঞ্জিল কঠিন হইতে থাকে। অতঃপর হযরত ওসমান (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ শুনাইলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে বেশী ভয়াবহ আর কোন দৃশ্য দেখি নাই। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আজাব হইতে পানাহ চাহিতেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার এই আশংকা হয় যে, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরে দাফন করা ছাড়িয়া দিবে তাহা না হইলে আমি দোয়া করিতাম যাহাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে কবরের আজাব শুনাইয়া দেন। মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া অন্য সব প্রাণী কবরের আজাব শুনিতে পায়।

এক হাদীসে আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার উটনী লাফাইতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর কি হইল? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, এক ব্যক্তির কবরে আজাব হইতেছে উহার আওয়াজ শুনিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়া দেখিলেন, কিছুলোক খিলখিল করিয়া হাসিতেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা যদি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে, তবে এই অবস্থা হইত না। এমন কোন দিন যায় না যেদিন কবর এই কথা ঘোষণা না করে যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি

নির্জনতার ঘর, আমি কীট-পতঙ্গের ও জীব-জন্তুর ঘর। যখন কোন কামেল মুমিনকে দাফন করা হয় তখন কবর তাহাকে বলে, তোমার আগমন মোবারক হউক, তুমি খুবই ভাল করিয়াছ যে, আসিয়া গিয়াছ। যত মানুষ আমার পিঠের উপর (অর্থাৎ জমিনের উপর) দিয়া চলিত তুমি তাহাদের মধ্যে আমার নিকট খুবই প্রিয় ছিলে। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর এত প্রশস্ত হইয়া যায় যে, দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত খুলিয়া যায়। উহাতে জান্নাতের একটি দরজা খুলিয়া যায় যাহা দ্বারা জান্নাতের হাওয়া ও খোশবূ আসিতে থাকে। আর যখন কাফের অথবা বদকার লোককে দাফন করা হয়, তখন কবর বলে, তোর আগমন অশুভ ও নামোবারক। কি প্রয়োজন ছিল তোর আসার। যত মানুষ আমার পিঠের উপর চলিত তাহাদের মধ্যে তুই আমার কাছে সবচাইতে অপছন্দনীয় ছিলি। আজ তোকে আমার কাছে সোপর্দ করা হইয়াছে। তুই আমার আচরণ দেখিতে পাইবি। এই কথা বলিয়া কবর তাহাকে এত জোরে চাপ দেয় যে, তাহার এক পার্শ্বের পাঁজরের হাড় অন্য পার্শ্বের পাঁজরের হাড়ের ভিতর এমনভাবে ঢুকিয়া যায় যেমন এক হাত অপর হাতের মধ্যে ঢুকাইলে দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পরের ভিতর ঢুকিয়া যায়। অতঃপর নব্বই অথবা নিরানব্বইটি অজগর সাপ তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত দংশন করিতে থাকিবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, ঐ অজগরগুলির একটিও যদি জমিনের উপর ফুৎকার মারে তবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনের বুকে কোন ঘাস জন্মিবে না। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, কবর জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। এরশাদ ফরমাইলেন, "এই দুইজনের আজাব হইতেছে। একজনের চোগলখোরীর কারণে আর অপরজনের পেশাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে।" অর্থাৎ শরীরকে পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচাইত না। আমাদের মধ্যে এমন বহু ভদ্রলোক আছে যাহারা এস্তেঞ্জা অর্থাৎ পেশাব হইতে পবিত্রতা হাসিলের বিষয়টিকে দোষণীয় মনে করে এবং ইহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওলামায়ে কেরাম পেশাব হইতে পবিত্রতা হাসিল না করাকে কবীরা গোনাহ বলিয়াছেন। ইবনে হজর মক্কী (রহঃ) বলেন, সহীহ হাদীসে আছে, বেশীর ভাগ কবরের আজাব পেশাব হইতে অপবিত্রতার কারণে হইয়া থাকে।

এক হাদীসে আছে, "কবরের মধ্যে সর্বপ্রথম পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।" মোট কথা, কবরের আজাব অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যেমনিভাবে বিশেষ কিছু গোনাহের কারণে কবরের আজাব হয়, অনুরূপভাবে এমন কিছু বিশেষ এবাদতও আছে, যাহা দ্বারা কবরের আজাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে আছে, "প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে তাবারাকাল্লাযী পড়া কবরের আজাব ও জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজত ও নাজাতের উপায়।" আর আল্লাহর যিকির দ্বারাও যে ইহা হয় তাহা উপরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(۱۲) عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَبْعَثَنَّ اللّٰهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِیْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلٰى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوْا بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ فَقَالَ اَعْرَابِیٌّ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِی اللّٰهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰى وَبِلَادٍ شَتّٰى يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ يَذْكُرُوْنَهٗ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہٗ بعضی قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ اُن کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے لوگ اُن پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاءؑ اور شہداء نہیں ہونگے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اُن کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم اُن کو پہچان لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

اخرجه الطبرانی باسناد حسن كذا فی الدر و مجمع الزوائد و الترغيب للمنذری وذكره ايضًا له متابعة برواية عمرو بن عبسة عند الطبرانی مرفوعًا قال المنذری واسناده مقارب لا بأس به ورقم لحديث عمرو بن عبسة فی الجامع الصغير بالحسن وفی مجمع الزوائد رجاله موثوقون وفی مجمع الزوائد بمعنى هذا الحديث مطولاً و فيه حُلْهُمْ لَنَا يَعْنِیْ صِفْهُمْ لَنَا شَكِّلْهُمْ لَنَا فَسُرَّ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُؤَالِ الْاَعْرَابِیِّ الْحَدِيْثَ ۔ قال رواه احمد والطبرانی بنحوه ورجاله وثقوا قلت و فی الباب عن ابی هريرة عند البيهقی فی الشعب ان فی الجنة لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِیْءُ كَمَا يُضِیْءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّیُّ يَسْكُنُهَا

اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِی اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِی اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِی اللّٰهِ كذا فی الجامع الصغير ورقم له بالضعف وذكر فی مجمع الزوائد له شواهد وكذا فی المشكوٰة

دوسری حدیث میں ہے کہ جنّت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد (زمرّد) کے بالاخانے ہوں گے ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبّت رکھتے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں۔

(১২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের হাশর এমনভাবে করিবেন যে, তাহাদের চেহারায় নূর চমকাইতে থাকিবে। তাহারা মোতির মিম্বরে বসা থাকিবে। অন্যান্য লোক তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবে। তাহারা নবীও হইবেন না, শহীদও হইবেন না। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের অবস্থা বলিয়া দিন যাহাতে আমরা তাহাদেরকে চিনিয়া লইতে পারি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহারা ঐ সমস্ত লোক হইবে যাহারা বিভিন্ন এলাকা হইতে এবং বিভিন্ন খান্দান হইতে এক জায়গায় একত্রিত হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়াছে। (দুররে মানসূর, তারগীব ঃ তাবারানী)

আরেক হাদীসে আছে, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের খুঁটিসমূহ হইবে। উহার উপর যাবারজাদ (যুমুররুদ) পাথরের বালাখানা হইবে। উহাতে চারিদিকে দরজাসমূহ খোলা থাকিবে। উহা অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করিতে থাকিবে। এইসব বালাখানার মধ্যে ঐ সমস্ত লোক থাকিবে যাহারা একে অপরের সহিত আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখে, যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে এক জায়গায় জমা হয় এবং যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর দেখা–সাক্ষাৎ করে। (জামে সগীর, মিশকাত)

ফায়দা ঃ এই ব্যাপারে চিকিৎসকদের মতভেদ রহিয়াছে যে, যাবারজাদ ও যুমুররুদ একই পাথরের দুই নাম অথবা একই পাথরের দুইটি প্রকার কিংবা একই ধরণের দুইটি পাথর। যাহা হোক, ইহা একটি অতি উজ্জ্বল ও চমকদার পাথর। যাহার অতি মিহিন পাত তৈরী হয়। এবং এক প্রকার ঝলমলে কাগজের আকারে বাজারে বিক্রি হয়।

আজ যাহারা খানকাতে বসিয়া আছেন তাহাদের উপর সব ধরনের

অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। যত মনে চায় আজ তাহাদেরকে মন্দ বলিয়া লউক; কাল যখন তাহাদিগকে ঐ সকল মিম্বর ও অট্টালিকার উপর দেখিবে তখন প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবে যে, ছিঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া তাহারা কত কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছেন। আর বিদ্রূপকারী ও গালমন্দকারীরা কি কামাই করিয়া নিয়া গিয়াছে।

فَسَوْفَ تَرٰى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ   اَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ اَمْ حِمَارٌ

"যখন ধুলিবালি সরিয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইবে, ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলে নাকি গাধার উপর।"

এই খানকাসমূহ যাহার উপর আজ চারিদিক হইতে গালমন্দ পড়িতেছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট ইহার মূল্য কি? ইহা ঐ সকল হাদীস দ্বারা জানা যায় যাহাতে উহার ফযীলতসমূহ আলোচিত হইয়াছে। এক হাদীসে আছে, যে ঘরে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা হয় উহা আসমানবাসীদের নিকট এমন চমকায় যেমন দুনিয়াবাসীদের নিকট নক্ষত্র চমকায়। আরেক হাদীসে আছে, যিকিরের মজলিসসমূহের উপর 'ছাকীনা' (এক প্রকার বিশেষ নেয়ামত) নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাহাদেরকে ঘিরিয়া লয়। আল্লাহর রহমত তাহাদেরকে ঢাকিয়া লয়। আর আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আরশের উপর তাহাদের আলোচনা করেন।

সাহাবী হযরত আবু রাযীন (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমাকে দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধিকারী বস্তু বলিয়া দিব কি? যাহা দ্বারা তুমি উভয় জাহানের ভালাই লাভ করিবে। উহা হইল যিকিরকারীদের মজলিস। উহাকে মজবুত করিয়া ধর। আর যখন তুমি একাকী হও তখন যত পার আল্লাহর যিকির করিতে থাক।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন—যে সমস্ত ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয়, আসমানবাসীগণ ঐ ঘরগুলিকে এইরূপ উজ্জ্বল দেখেন যেমন জমিনবাসীগণ তারকাসমূহকে উজ্জ্বল দেখে, যে সকল ঘরে আল্লাহর যিকির হয়, সেইগুলি এমন আলোকিত ও নূরানী হয় যে, নূরের কারণে তারকার মত চমকায়। আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে নূর দেখিবার মত চোখ দান করেন তাঁহারা এই জগতেও উহার চমক দেখিয়া নেয়। আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছেন, যাহারা বুযুর্গদের চেহারার নূর, তাহাদের বাসস্থানের নূর স্বচক্ষে চমকিতে দেখিয়া থাকেন। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফুজায়েল ইবনে ইয়াজ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত ঘরে যিকির করা হয়

সেইগুলি আসমানওয়ালাদের নিকট বাতির মত চমকিতে থাকে। শায়খ আবদুল আজীজ দাব্বাগ (রহঃ) কাছাকাছি যুগের একজন উম্মী বুযুর্গ ছিলেন। কিন্তু কুরআনের আয়াত, হাদীসে কুদসী, হাদীসে নববী, জাল হাদীস এইসবগুলিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন যে—বর্ণনাকারীর জবান হইতে যখন শব্দ বাহির হয়, তখন ঐ শব্দসমূহকে নূরের দ্বারা বুঝিতে পারি—ইহা কাহার কালাম। কেননা আল্লাহর কালাম এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামের নূর আলাদা। অন্যদের কালামে এই দুইপ্রকার নূর থাকে না।

'তাযকেরাতুল-খলীল' নামক হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ)এর জীবনীগ্রন্থে মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেবের উদ্ধৃতি দিয়া লেখা হইয়াছে যে, হযরত মাওলানা খলীল আহমদ (রহঃ) যখন তাহার পঞ্চম বারের হজ্জে তওয়াফে-কুদূমের জন্য মসজিদে হারামে আসিলেন তখন আমি (মাওলানা জাফর আহমদ) হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর খলীফা ও কাশফওয়ালা মাওলানা মুহিব্বুদ্দীনের নিকট বসা ছিলাম। তিনি তখন দুরূদের কিতাব খুলিয়া অজীফা আদায় করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই সময় হরমে কে আসিয়াছেন যে হঠাৎ হরম নূরে ভরিয়া গেল? আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ পর তওয়াফ শেষ করিয়া হযরত খলীল আহমদ ছাহেব (রহঃ) মাওলানার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন মাওলানা দাঁড়াইয়া গেলেন এবং হাসিমুখে বলিলেন, তাই তো বলি হরমে আজ কাহার আগমন ঘটিল? বহু হাদীসে বিভিন্নভাবে যিকিরের মজলিসের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

এক হাদীসে আছে, সর্বোত্তম 'রিবাত' হইল নামায ও যিকিরের মজলিস। কাফেরদের হামলা হইতে বাঁচাইবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়াকে রিবাত বলে।

(١٣) عَنْ اَنَسٍؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالَ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گذرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

(اخرجه احمد والترمذى وحسنه وذكره فى المشكوٰة برواية الترمذى وزاد فى الجامع

الصغير والبيهقي في الشعب ورقم له بالصحة وفي الباب عن جابر عند ابن ابي الدنيا والبزار وابي يعلى والحاكم وصححه والبيهقي في الدعوات كذا في الدر وفي الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عباس بلفظ مجالس العلم وبرواية الترمذي عن ابي هريرة بلفظ المساجد محل حلق الذكر وزاد الرتع. سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ

(১৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহের নিকট দিয়া যাও তখন সেখানে খুব বিচরণ কর। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের বাগানসমূহ কি? এরশাদ ফরমাইলেন, যিকিরের হাল্‌কাসমূহ। (আহমদ, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ উদ্দেশ্য হইল, কোন ভাগ্যবান লোক যদি ঐ সমস্ত মজলিস ও হাল্‌কাসমূহে পৌঁছিতে পারে, তবে উহাকে অতি গনীমত মনে করা উচিত। কেননা, এইগুলি দুনিয়াতেই জান্নাতের বাগান। 'খুব বিচরণ কর'—এই বাক্য দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত কার হইয়াছে যে, পশু যখন কোন শস্যক্ষেত বা বাগানে চরিতে লাগিয়া যায় তখন সরাইতে চাহিলেও সহজে সরে না। এমনকি মালিকের লাঠি ইত্যাদির আঘাত খাইতে থাকে তবুও মুখ ফিরায় না। তদ্রূপ যিকিরকারী ব্যক্তিকেও দুনিয়াবী চিন্তা-ফিকির ও বাধা-বিপত্তির কারণে যিকিরের মজলিস হইতে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া উচিত নয়। উক্ত হাদীসে 'জান্নাতের বাগান' এইজন্য বলা হইয়াছে যে, জান্নাতে যেমন কোন আপদ-বিপদ হইবে না, তদ্রূপ যিকিরের মজলিসও আপদ-বিপদ হইতে মুক্ত। এক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির দিলের জন্য শেফা, অর্থাৎ অন্তরে যেসব রোগ সৃষ্টি হয় যেমন অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় রোগের জন্য যিকির চিকিৎসা স্বরূপ। 'ফাওয়ায়েদ ফিস-সালাত' কিতাবের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সব সময় যিকির করিতে থাকিলে মানুষ বিপদ-আপদ হইতে হেফাজতে থাকে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহর যিকির করিতে হুকুম করিতেছি। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কাহারও পিছনে কোন দুশমন লাগিয়া গেল আর সে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া দুর্গে নিরাপদ আশ্রয় লইল। যিকিরকারী আল্লাহর সঙ্গী হয়। ইহা হইতে বড় ফায়দা আর কি হইবে যে, সে সমস্ত জগতের বাদশার সঙ্গী হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যিকিরের দ্বারা দিল খুলিয়া যায়, নূরানী হইয়া যায়। দিলের কঠোরতা দূর হইয়া

যায়। যিকিরের জাহেরী বাতেনী আরও অনেক ফায়দা আছে। ওলামায়ে কেরাম একশত পর্যন্ত ফায়দা লিখিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ)এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যখনই আপনি ঘরে প্রবেশ করেন অথবা ঘর হইতে বাহিরে আসেন অথবা দাঁড়াইয়া থাকেন অথবা বসিয়া থাকেন, ফেরেশতা আপনার জন্য দোয়া করে। হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি চাহিলে ফেরেশতারা তোমার জন্যও দোয়া করিতে পারে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ...... رَحِيْمًا

(সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪১)

এই আয়াতে যেন এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের দোয়া তোমাদের যিকিরের উপর নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ, তোমরা যত বেশী যিকির করিবে অপরদিক হইতে তত বেশী রহমত ও দোয়া হইবে।

(١٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَجِزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ اَنْ يُّكَابِدَهٗ وَبَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ يُّنْفِقَهٗ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ يُّجَاهِدَهٗ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں سے عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو (یعنی نفلی صدقات) اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کرسکتا ہو اس کو چاہیئے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔

(رواه الطبراني والبيهقي والبزار واللفظ له وفي سنده ابو يحيى القتات وبقيته محتج بهم في الصحيح كذا في الترغيب قلت هو من رواة البخاري في الادب المفرد والترمذي وابي داؤد وابن ماجة وثقه ابن معين وضعفه آخرون وفي التقريب لين الحديث وفي مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني وفيه القتات قد وثق وضعفه الجمهور وبقية رجال البزار رجال الصحيح)

(১৪) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাত্রে মেহনত করিতে অক্ষম, কৃপণতার কারণে মালও খরচ করিতে পারে না (অর্থাৎ নফল দান-খয়রাত করিতে পারে

না) এবং কাপুরুষতার কারণে জেহাদেও শরীক হইতে পারে না, তাহার জন্য উচিত, সে যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করে।

(তারগীব ঃ বায্যার, তাবারানী, বায়হাকী)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ নফল এবাদতের মধ্যে যত রকমের কমি হইয়া থাকে, বেশী বেশী আল্লাহর যিকির উহার ক্ষতিপূরণ করিতে পারে। হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর যিকির ঈমানের আলামত, মোনাফেকী হইতে পবিত্রতা, শয়তান হইতে হেফাজত ও জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষার উপায়। এই সমস্ত উপকারিতার কারণেই আল্লাহর যিকিরকে অনেক এবাদত হইতে উত্তম বলা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে ইহার বিশেষ দখল রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে, শয়তান হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান অপারগ ও অপদস্থ হইয়া পিছনে হটিয়া যায়। আবার যখন গাফেল হইয়া যায় তখন পুনরায় কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। এইজন্যই সূফিয়ায়ে কেরাম বেশী বেশী যিকির করাইয়া থাকেন। যাহাতে দিলের মধ্যে তাহার কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ না থাকে এবং দিল এমন মজবুত হইয়া যায় যে, শয়তানের মোকাবেলা করিতে পারে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভের বরকতে সাহাবায়ে কেরামের কলবের শক্তি এত উন্নত ছিল যে, বর্তমান যমানার মত যিকিরের যরব লাগাইবার তাহাদের প্রয়োজন হইত না। হুযূরের যমানা হইতে যতই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে ততই কলবের জন্য শক্তিবর্ধক ঔষধের প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে। এখন মানুষের দিল এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক চিকিৎসা করিয়াও ঐ শক্তি হাসিল হয় না। তবুও যতটুকু হাসিল হয় উহাকেই গনীমত মনে করিতে হইবে। কারণ, মহামারী যত কমাইয়া আনা যায় ততই ভাল।

এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শয়তান মানুষের অন্তরে কিভাবে কুমন্ত্রণা দেয় উহা জানিবার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। তিনি দেখিলেন, দিলের বাম পার্শ্বে কাঁধের পিছনে মশার আকৃতি নিয়া শয়তান বসিয়া আছে। মুখে লম্বা একটি শুড় উহাকে সুইয়ের মত দিলের দিকে লইয়া যায়। যখন সে দিলকে যিকির অবস্থায় পায় তাড়াতাড়ি শুড়টাকে টানিয়া লয়। আর যখন দিলকে গাফেল পায় তখন শুড়ের দ্বারা কুমন্ত্রণা ও গোনাহের বিষ ইনজেকশনের মত দিলের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এই বিষয়টি এক হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে, শয়তান

তাহার নাকের অগ্রভাগ মানুষের দিলের উপর রাখিয়া বসিয়া থাকে, যখন সে আল্লাহর যিকির করে তখন বেইজ্জত হইয়া পিছনে সরিয়া যায়। আর যখন সে গাফেল হয় তখন তাহার দিলকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

(١٥) عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اَکْثِرُوْا ذِکْرَ اللّٰہِ حَتّٰی یَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں.

دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمھیں ریا کار کہنے لگیں.

(رواہ احمد و ابویعلی و ابن حبان والحاکم فی صحیحہ وقال صحیح الاسناد وروی عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ اُذْکُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا یَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّکُمْ مُرَاؤُوْنَ رواہ الطبرانی ورواہ البیہقی عن ابی الجوزاء مرسلًا کذا فی الترغیب والمقاصد الحسنۃ للسخاوی وھکذا فی الدر المنثور للسیوطی الا انہ عزا حدیث ابی الجوزاء الی عبد اللہ بن احمد فی زوائد الزھد وعزاہ فی الجامع الصغیر الی سعید بن منصور فی سننہ والبیہقی فی الشعب ورقم لہ بالضعف وذکر فی الجامع الصغیر ایضًا بروایۃ الطبرانی عن ابن عباس مسندًا ورقم لہ بالضعف وعزا حدیث ابی سعید الی احمد وابی یعلی فی مسندہ وابن حبان والحاکم والبیہقی فی الشعب ورقم لہ بالحسن)

(১৫) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর যিকির এত বেশী করিতে থাক যে, লোকেরা পাগল বলে।

(তারগীব ঃ আহমদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

আরেক হাদীসে আছে, এমনভাবে যিকির করিতে থাক যে, মোনাফেকরা তোমাকে রিয়াকার বলে। (তারগীব ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, মোনাফেক অথবা অজ্ঞলোকদের রিয়াকার বা পাগল বলার কারণে যিকিরের মত এত বড় দৌলত ছাড়িয়া দেওয়া চাই না ; বরং এত বেশী পরিমাণে ও গুরুত্ব সহকারে যিকির করা উচিত, যেন এই সমস্ত লোক পাগল মনে করিয়া পিছু ছাড়িয়া দেয়। আর পাগল তখনই বলা হয় যখন খুব বেশী পরিমানে এবং জোরে জোরে যিকির করা হয়। আস্তে যিকির করিলে কেহ পাগল বলে না।

ইবনে কাসীর (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যে কোন জিনিস ফরজ করিয়াছেন উহার একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং ওজর হইলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করেন নাই। আবার জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা অবস্থায় ইহার জন্য কোন ওজর-আপত্তিও গ্রহণ করেন নাই। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের যিকির খুব বেশী করিয়া কর। (সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪১) অর্থাৎ, রাত্রে, দিনে, মাঠে-ময়দানে, নদী-বন্দরে, ঘরে, সফরে, অভাবে, সচ্ছল অবস্থায়, সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায়, আস্তে, জোরে এবং সর্ব অবস্থায়।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) 'মুনাব্বিহাত' কিতাবে লিখিয়াছেন, কুরআন পাকের আয়াত وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا সম্পর্কে হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, উহা স্বর্ণের একটি পাত ছিল। যাহাতে সাতটি লাইন লেখা ছিল ঃ

(১) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও কেমন করিয়া হাসে।

(২) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুনিয়া একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে এই বিশ্বাস রাখিয়াও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(৩) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে তকদীরকে বিশ্বাস করে অথচ কোন জিনিস হারাইয়া গেলে আফসোস করে।

(৪) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে আখেরাতের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে তবুও সে ধন-সম্পদ জমা করে।

(৫) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে জাহান্নামের আগুনকে বিশ্বাস করে তবুও সে গোনাহে লিপ্ত হয়।

(৬) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে আল্লাহকে জানে তবুও সে অন্যের আলোচনা করে।

(৭) আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে জান্নাতের খবর রাখে, তবুও সে দুনিয়ার কোন জিনিসের মধ্যে শান্তি লাভ করে।

কোন কোন বর্ণনায় আরেকটি লাইন রহিয়াছে যে, আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির উপর, যে শয়তানকে দুশমন বলিয়া জানে তবুও তাহার আনুগত্য করে।

হাফেজ (রহঃ) হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত জিবরাঈল

(আঃ) আমাকে যিকিরের এত বেশী তাকিদ করিয়াছেন যে, আমার মনে হইতেছিল যিকির ছাড়া কোন কিছুতেই কাজ হইবে না। এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, যত বেশী যিকির করা সম্ভব হয় উহাতে কোন রকম ত্রুটি করা চাই না। লোকদের পাগল অথবা রিয়াকার বলার কারণে যিকির ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে নিজেরই ক্ষতি। সূফিয়ায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, ইহাও শয়তানের একটি ধোকা যে, শয়তান প্রথম প্রথম যিকির হইতে মানুষকে এই বাহানায় ফিরাইয়া রাখে যে, লোকে দেখিয়া ফেলিবে, অথবা কেউ দেখিয়া ফেলিলে কি বলিবে? ইত্যাদি।

তারপর যিকির হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে শয়তানের জন্য ইহা একটি স্থায়ী মাধ্যম ও বাহানা মিলিয়া যায়। এইজন্য ইহা জরুরী যে, দেখানোর নিয়তে কোন আমল করিবে না। কিন্তু যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, দেখুক উহার পরওয়া করিবে না। আর এই কারণে আমল ছাড়িয়া দেওয়াও উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ জুল-বেজাদাইন (রাযিঃ) একজন সাহাবী যিনি শৈশবে এতীম হইয়া গিয়াছিলেন। চাচার কাছে থাকিতেন। চাচা অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাকে লালন-পালন করিতেন। ঘরের কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। চাচা জানিতে পারিয়া রাগান্বিত হইয়া উলঙ্গ করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মা'ও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও মায়ের মন—উলঙ্গ দেখিয়া তাহাকে একটি মোটা চাদর দিয়া দিলেন। তিনি চাদরটি দুইভাগ করিয়া নিচে উপরে পরিয়া নিলেন। অতঃপর মদীনা শরীফে হাজির হইলেন। এখানে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় পড়িয়া থাকিতেন এবং অত্যধিক পরিমাণে ও উচ্চস্বরে যিকির করিতেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, এইভাবে উচ্চস্বরে যিকির করে ; লোকটা কি রিয়াকার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, না, সে কোমলপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তবুক যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) দেখিলেন, রাত্রে কবরসমূহের নিকট বাতি জ্বলিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কবরের মধ্যে নামিয়াছেন এবং হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমরকে বলিতেছেন, লও, তোমাদের ভাইয়ের লাশ আমার হাতে উঠাইয়া দাও। তাঁহারা উঠাইয়া দিলেন। দাফন শেষ হইবার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, আয় আল্লাহ! আমি এই ব্যক্তির উপর রাজী, আপনিও রাজী হইয়া যান। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন,

এই দৃশ্য দেখিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা হইল, হায় এই লাশটি যদি আমার হইত!

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ফোযায়ল ইবনে এয়াজ (রহঃ) বলেন, কোন আমল এইজন্য না করা যে, মানুষ দেখিবে—ইহাও রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে আছে, কোন কোন মানুষ যিকিরের চাবিস্বরূপ। তাহাদেরকে দেখিলেই আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়। আরেক হাদীসে আছে, ঐ সমস্ত লোক আল্লাহর ওলী, যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এক হাদীসে আসিয়াছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তাহারা—যাহাদেরকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয়। এক হাদীসে আছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যাহাকে দেখিলে আল্লাহ স্মরণে আসে, যাহার কথাবার্তা শুনিলে এলেম বাড়িয়া যায় এবং যাহার আমল দেখিলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর এই অবস্থা তখনই হাসিল হইতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে যিকিরে অভ্যস্ত হয়।

আর যে ব্যক্তির নিজেরই যিকিরের তওফীক হয় না, তাহাকে দেখিয়া কাহারো কি আল্লাহর কথা স্মরণ হইতে পারে? কোন কোন লোক উচ্চস্বরে যিকির করাকে বেদয়াত ও নাজায়েয বলিয়া থাকে। হাদীসের উপর নজর কম থাকার কারণেই তাহাদের এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব (রহঃ) 'ছাবাহাতুল–ফিক্র' নামক একখানি কিতাব এই বিষয়ের উপর লিখিয়াছেন। যাহাতে এরূপ প্রায় ৫০টি হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা উচ্চস্বরে যিকির করা প্রমাণিত হয়। তবে জরুরী বিষয় হইল শর্তাদির প্রতি খেয়াল রাখিয়া আপন সীমার মধ্যে থাকিবে যাহাতে অন্যের কষ্টের কারণ না হয়।

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهٖ
يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّهٗ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ
وَالشَّابُّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ
قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ
تَحَابَّا فِى اللهِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ذٰلِكَ وَ
تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ
اَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمُ شِمَالُهٗ
مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ
خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات
آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہٗ اپنے (رحمت کے)
سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس
دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا.
ایک[۱] عادل بادشاہ. دوسرے[۲] وہ جوان
جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو. تیسرے[۳]
وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو.
چوتھے[۴] وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے
محبت ہو اسی پر اُن کا اجتماع ہو اسی پر
جدائی. پانچویں[۵] وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب
والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور
وہ کہدے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے. چھٹے[۶]
وہ شخص جو ایسے مخفی طریق سے صدقہ کرے
کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ساتویں[۷] وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو
بہنے لگیں.

(رواه البخاری ومسلم وغيرهما كذا فى الترغيب والمشكوٰة وفى الجامع الصغير
برواية مسلم عن ابى هريرة وابى سعيد معا وذكر عدة طرقه اخرى)

(১৬) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সাত প্রকার মানুষ এমন আছে, যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতের ছায়াতলে এমন দিনে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া হইবে না।

এক. ন্যায়বিচারক বাদশাহ। দুই. ঐ যুবক, যে যৌবনে আল্লাহর এবাদত করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যাহার দিল মসজিদেই আটকিয়া থাকে। চার. ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করিয়াছে, আল্লাহর জন্যই তাহারা একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই তাহারা পৃথক হয়। পাঁচ. ঐ ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চবংশীয় সুন্দরী মহিলা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ছয়. ঐ ব্যক্তি, যে এমন গোপনে সদকা করে যে, তাহার অন্য হাতও টের পায় না। সাত. ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে এবং তাহার দুই চোখ দিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে।

(তারগীব, মিশকাত ঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দা ঃ 'পানি গড়াইয়া পড়া'র অর্থ হইল, জানিয়া শুনিয়া নিজের কৃত গোনাহসমূহ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আর ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, আবেগের আতিশয্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

হযরত ছাবেত বুনানী (রহঃ) এক বুযুর্গের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিতেন, আমার কোন্ দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবূল হয় তাহা আমি বুঝিতে পারি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কিভাবে বুঝিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যে দোয়াতে আমার শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যায়, দিল কাঁপিতে থাকে, চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে থাকে আমার সেই দোয়া কবূল হয়। যেই সাতজনের কথা হাদীসে বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন হইল, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর কাঁদিতে থাকে—এই ব্যক্তির মধ্যে দুইটি গুণ জমা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, এখলাস। কেননা, সে নির্জনে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়াছে। আর দ্বিতীয়টি হইল, আল্লাহর ভয় বা আগ্রহ। উভয়টির কারণেই কান্না আসে আর উভয়টিই মহৎ গুণ। (কবি বলেন ঃ)

ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ٭ ہماری نیند ہے محوِ خیالِ یار ہو جانا

অর্থাৎ, প্রিয়জনের স্মরণে সারা রাত্র কান্নাকাটি করাই আমার কাজ। আর প্রিয়জনের ধ্যানে বিভোর হইয়া যাওয়াই আমার ঘুম।

সুফিয়া কেরাম হাদীসে বর্ণিত 'খালিয়ান'–এর দুই অর্থ লিখিয়াছেন, এক অর্থ নির্জনে আল্লাহর যিকির করা। আরেক অর্থ হইল গায়রুল্লাহ হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করা। আসল নির্জনতা ইহাই। এইজন্য সবচেয়ে উত্তম হইল উভয় নির্জনতা সহ যিকির করা। তবে যদি কেহ মজলিসে বসিয়া গায়রুল্লাহ হইতে দিলকে খালি করিয়া যিকির করে এবং কাঁদিতে থাকে তবে সেও উক্ত ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা, তাহার জন্য মজলিস ও নির্জনতা উভয়ই সমান। যেহেতু তাহার দিল মজলিস তো দূরের কথা সমস্ত গায়রুল্লাহ হইতে একেবারে খালি, কাজেই মজলিস তাহার মোটেও ক্ষতির কারণ হইবে না। আল্লাহর স্মরণে অথবা তাহার ভয়ে কান্নাকাটি করা অনেক বড় নেয়ামত। বড় ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহতায়ালা এই নেয়ামত দান করিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিবে, স্তন হইতে বাহির করা দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে জাহান্নামে যাইতে পারে না। অর্থাৎ স্তন হইতে দুধ বাহির করার পর পুনরায় প্রবেশ করানো যেমন অসম্ভব, তাহার জন্য জাহান্নামে যাওয়াও এমন অসম্ভব। আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এমন কান্নাকাটি করে যে, চোখের কিছু পানি জমিনে পড়িয়া যায়, কেয়ামতের দিন তাহার আজাব হইবে না। এক হাদীসে আছে, দুই প্রকার চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম। এক প্রকার

হইল, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করিয়াছে আর দ্বিতীয় প্রকার হইল, যে চোখ কাফেরদের অনিষ্ট হইতে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের জন্য জাগিয়াছে।

আরেক হাদীসে আছে, যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদিয়াছে উহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় জাগিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চোখ নাজায়েয জিনিসের উপর (যেমন বেগানা মহিলা)র উপর নজর করা হইতে বিরত রহিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম এবং যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে উহার জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম।

এক হাদীসে আছে, নির্জনে আল্লাহর যিকিরকারী এইরূপ যেন কাফেরদের মোকাবেলায় সে একা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।

(١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِىْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ اُولُوا الْاَلْبَابِ قَالُوْا اَىَّ اُولِى الْاَلْبَابِ تُرِيْدُ قَالَ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عُقِدَ لَهُمْ لِوَاءٌ فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَائَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اُدْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.
(اخرجه الاصبهانی فی الترغیب کذا فی الدر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقلمند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقلمندوں سے کون مراد ہیں. جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے) اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ.

(১৭) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষ জিজ্ঞাসা করিবে, বুদ্ধিমান লোক কাহারা? উত্তরে বলা হইবে, যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শয়ন অবস্থায় (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিকির করিত। আর আসমান–জমিনের সৃষ্টি–রহস্যের

মধ্যে চিন্তা-ফিকির করিত। আর বলিত, আয় আল্লাহ! আপনি এই সবকিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমরা আপনার তসবীহ পড়ি। আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া দিন। অতঃপর এই সমস্ত লোকের জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈয়ার করা হইবে এবং তাহারা সেই ঝাণ্ডার পিছনে চলিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও তোমরা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। (দুররে মানসূর)

ফায়দা ঃ আসমান-জমিনের সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে চিন্তা করে অর্থাৎ, আল্লাহর কুদরতের দৃশ্যাবলী ও তাঁহার হিকমতের আশ্চর্যজনক বিষয়গুলির মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে। ফলে, আল্লাহর মারেফত (অর্থাৎ পরিচয়) মজবূত হইয়া যায়।

الٰہی یہ عالم ہے گلزار تیرا

"হে আল্লাহ! এই জগত হইল তোমার কুদরতের নিদর্শনে ভরপুর একটি বাগান।"

ইবনে আবিদ্-দুনিয়া একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি জামায়াতের নিকট তশরীফ নিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলেই চুপচাপ বসিয়াছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কী চিন্তা করিতেছ? তাঁহারা আরজ করিলেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করিতেছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাঁ, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কেননা, তিনি ধারণার অতীত। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্য কথা আমাকে শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন্ কথাটি এমন ছিল যাহা আশ্চর্য নহে। একবার তিনি রাত্রে তশরীফ আনিলেন এবং আমার বিছানায় আমার লেপের নিচে শুইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি বলিতে লাগিলেন, আমাকে ছাড়, আমি আমার পরোয়ারদিগারের এবাদত করিব। এই কথা বলিয়াই তিনি উঠিয়া গেলেন। অজু করিয়া নামাযের নিয়ত বাঁধিলেন এবং নামাযের মধ্যে এত বেশী কাঁদিতে লাগিলেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার সীনা মোবারক ভিজিয়া গেল। অতঃপর রুকূতেও এইভাবে কাঁদিলেন। সেজদাতেও এইভাবে কাঁদিলেন। সারারাত্র তিনি এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়া দিলেন। ফজরের সময় হযরত বেলাল (রাযিঃ)

আসিয়া ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে তো আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দিয়াছেন, তবু আপনি এত বেশী কাঁদিলেন কেন? তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি আরও এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কেন কাঁদিব না; আজই তো আমার উপর এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে ঃ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ... فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আলি ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০)

অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন, ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে অথচ চিন্তা-ফিকির করে না। আমের ইবনে আবদে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি একজন নয়, দুইজন নয়, তিনজন নয়, বরং আরও অধিক সাহাবায়ে কেরামের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ঈমানের রোশনী ও ঈমানের নূর হইল চিন্তা-ফিকির। হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ছাদের উপর শুইয়া আসমান ও তারকাসমূহ দেখিতেছিল। অতঃপর বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তোমাদের পয়দা করনেওয়ালা কেহ অবশ্যই আছেন; আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দাও। তৎক্ষণাৎ তাহার উপর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পড়িল এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা সারারাত্র এবাদত-বন্দেগী হইতে উত্তম। হযরত আবূ দারদা ও হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এক মুহূর্ত চিন্তা করা আশি বৎসরের এবাদত হইতে উত্তম। উম্মে দারদা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ)এর সর্বোত্তম এবাদত কি ছিল? তিনি বলিলেন, চিন্তা-ফিকির করা। হযরত আবূ হোরায়রা (রাযিঃ)এর সূত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা ষাট বৎসরের এবাদত হইতে উত্তম। কিন্তু এই সকল বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, এবাদতের আর প্রয়োজন নাই। বরং প্রত্যেক এবাদত নিজ নিজ জায়গায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব যে পর্যায়েরই হউক, উহা ত্যাগ করিলে সেই পর্যায়ের শাস্তি ও তিরস্কার হইবে।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, চিন্তা-ফিকিরকে উত্তম এবাদত এইজন্য বলা হইয়াছে যে, চিন্তা-ফিকিরের মধ্যে যিকিরের দিকটা তো

আছেই, অতিরিক্ত আরও দুইটি জিনিস রহিয়াছে। একটি হইল, আল্লাহর মারেফাত। কেননা, মারেফাতের চাবিকাঠিই হইল চিন্তা-ফিকির। দ্বিতীয় হইল—আল্লাহর মহব্বত। যাহা ফিকিরের দ্বারাই হাসিল হয়। এই চিন্তা-ফিকিরকেই সূফীগণ 'মোরাকাবা' বলেন। বহু রেওয়ায়েত দ্বারা ইহার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

মুসনাদে আবু ইয়ালা গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, যিক্‌রে খফী (অর্থাৎ গোপনে যিকির) যাহা ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহার সওয়াব সত্তরগুণ বেশী। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মখলূককে হিসাবের জন্য জমা করিবেন এবং কেরামান-কাতেবীন আমলনামা লইয়া হাজির হইবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, অমুক বান্দার আমলসমূহ দেখ, কোন কিছু বাকী রহিয়াছে কিনা? তাহারা আরজ করিবে, আমরা সবকিছু লিখিয়াছি এবং হেফাজত করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার নিকট তাহার এমন নেকী রহিয়াছে যাহা তোমাদের জানা নাই। উহা হইল যিক্‌রে খফী। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে, যে যিকির ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না উহা ঐ যিকির হইতে যাহা তাহারা শুনিতে পায় সত্তরগুণ বেশী ফযীলত রাখে। কবি বলেন ঃ

میانِ عاشق و معشوق رمزے است　　　کراماً کاتبین راہم خبر نیست

"প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে, যাহা ফেরেশতারাও জানে না।"

কত ভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক যাহারা এক মুহূর্তও যিকির হইতে গাফেল হয় না। তাহারা জাহেরী এবাদতের সওয়াব তো পাইবেনই।

উপরন্তু সর্বক্ষণ যিকির-ফিকিরের কারণে তাহারা সত্তরগুণ বেশী সওয়াব পাইবেন। আর ইহাই ঐ জিনিস যাহা শয়তানকে পেরেশান করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত জুনাইদ (রহঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি একবার শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের সামনে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে তোর কি লজ্জা হয় না? শয়তান বলিল, ইহারা কি মানুষ ; মানুষ তো উহারা, যাহারা শোনিজিয়া'র মসজিদে বসা আছেন। যাহারা আমার শরীরকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, আমার কলিজাকে পুড়িয়া কাবাব করিয়া দিয়াছে। হযরত জুনাইদ (রহঃ) বলেন, আমি শোনিজিয়ার

মসজিদে গিয়া দেখিলাম কয়েকজন বুযুর্গ হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মোরাকাবায় মশগুল রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, খবীস শয়তানের কথায় কখনও ধোকায় পড়িও না।

মাসূহী (রহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি শয়তানকে উলঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে এইভাবে উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতে তোর কি লজ্জা হয় না? সে বলিতে লাগিল, খোদার কসম, ইহারা তো মানুষ নয়। যদি মানুষ হইত তবে ইহাদের সহিত আমি এমনভাবে খেলা করিতাম না, যেমন বাচ্চারা ফুটবল নিয়া খেলা করে। মানুষ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আমাকে অসুস্থ করিয়া দিয়াছে। এই কথা বলিয়া সে সূফিয়ায়ে কেরামের জামাতের দিকে ইশারা করিল।

হযরত আবু সাঈদ খায্যার (রহঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, শয়তান আমার উপর হামলা করিয়াছে। আমি তাহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সে কোন পরওয়া করিল না। এমন সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, শয়তান ইহাকে ভয় করে না ; সে অন্তরের নূরকে ভয় করে ।

হযরত সা'দ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম যিকির হইল জিক্‌রে খফী। আর সর্বোত্তম রিযিক হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। হযরত উবাদা (রাযিঃ)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন। উত্তম যিকির হইল যিকিরে খফি আর উত্তম রিযিক হইল যাহা দ্বারা প্রয়োজন মিটে। (অর্থাৎ এত কমও নয় যাহা দ্বারা চলাই মুশকিল আবার এত বেশীও নয় যাহার কারণে অহংকার পয়দা হয় ও অপকর্ম হয়।) ইবনে হিব্বান ও আবু ইয়ালা এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

এক হাদীসে আসিয়াছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে 'জিক্‌রে খামেল' দ্বারা স্মরণ কর। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, জিক্‌রে খামেল কি? এরশাদ ফরমাইলেন, গোপন যিকির।

এইসব বর্ণনা দ্বারা জিকরে খফীর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়। অথচ পূর্বে যিকরে জলীর প্রশংসা করা হইয়াছে। আসলে দুইটাই পছন্দনীয়। কাহার জন্য কোন্‌টি কখন বেশী উপকারী তাহা অবস্থাভেদে শায়খে কামেল ঠিক করিয়া দিবেন।

(১৮) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِىْ بَعْضِ اَبْيَاتِهٖ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِيْهِمْ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَجَافُّ الْجِلْدِ وَذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَاٰهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ اَمَرَنِىْ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ (اخرجه ابن جرير والطبرانى وابن مردويه كذا فى الدر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ میں تھے کہ آیت واصبر نفسک نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور اقدس اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں (کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف اُن کے پاس ہے) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دیکھا تو اُن کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری اُمت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے اُن کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔

(১৮) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ নাযিল হইল। যাহার অর্থ হইল, হে নবী! আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকের নিকট বসিবার পাবন্দ করুন, যাহারা সকাল–সন্ধ্যা আপন পরোয়ারদেগারকে ডাকে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদের তালাশে বাহির হইলেন এবং একদল লোককে দেখিলেন, তাহারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছে। তাহাদের মধ্যে কিছুলোক এমন রহিয়াছে, যাহাদের চুল এলোমেলো, শরীরের চামড়া শুকনা, একটি মাত্র কাপড় পরণে (অর্থাৎ শুধু লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায়)। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিলেন তখন তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যে, স্বয়ং আমাকে তাহাদের সহিত বসিবার হুকুম করিয়াছেন। (দুররে মানসূর ঃ তাবারানী)

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে তালাশ করিয়া মসজিদের শেষ অংশে উপবিষ্ট আল্লাহর যিকিরে মশগুল পাইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার জীবদ্দশায়ই এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর এরশাদ করিলেন, তোমাদের সাথেই আমার জীবন, তোমাদের সাথেই মরণ অর্থাৎ তোমরাই আমার জীবন–মরণের সাথী ও বন্ধু।

এক হাদীসে আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এবং আরও অন্যান্য সাহাবীদের এক জামাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তশরীফ আনিলে সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি করিতেছিলে? তাঁহারা আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহর যিকিরে মশগুল ছিলাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি দেখিতে পাইলাম তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাজেল হইতেছে। তখন আমারও দিল চাহিল তোমাদের সাথে শরীক হই। অতঃপর এরশাদ করিলেন, আল–হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন, যাহাদের নিকট বসিবার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহকে ডাকে' বলিয়া কুরআনে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 'যিকিরকারীদের জামাত'। এই ধরনের আয়াত হইতেই সুফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন যে, পীর মাশায়েখগণকেও মুরিদানদের নিকট বসা উচিত। কেননা ইহাতে মুরিদানকে ফায়দা পৌঁছানো ছাড়াও সব ধরনের লোকের সহিত মেলামেশার কারণে শায়খের নফসের জন্যও পূর্ণ মুজাহাদা হইবে। নানা প্রকার বদ আখলাক লোকদের অশোভনীয় আচরণ সহ্য করার ফলে শায়খের নফসের মধ্যে আনুগত্য ও বিনয়ভাব পয়দা হইবে। ইহা ছাড়াও অনেকগুলি দিলের একত্রিত হওয়া আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই কারণেই শরীয়তে জামাতের সহিত নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বড় কারণ যে, আরাফার ময়দানে সমস্ত হাজী সাহেবানদের একই অবস্থায় একই ময়দানে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করা হয়। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব ফযীলত আল্লাহর যিকিরকারীগণকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু হাদীসে ইহার প্রতি উৎসাহিত

করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গাফেলদের দলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ সময় সে আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেও হাদীসে বহু ফযীলত আসিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের জন্য আরও বেশী যত্নসহকারে ও মনোযোগের সহিত আল্লাহ তায়ালার দিকে মশগুল থাকা চাই। যাহাতে উহার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। হাদীসে আছে, গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করিল, সে যেন জিহাদের ময়দানে পলায়নকারী দলের মধ্য হইতে অটল থাকিয়া একাকী মোকাবেলা করিল। এক হাদীসে আসিয়াছে যে, গাফেলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী ঐ ব্যক্তির মত যে পলায়নকারীদের পক্ষ হইতে কাফেরদের মোকাবিলা করে। অনুরূপভাবে সে যেন অন্ধকার ঘরে বাতিস্বরূপ এবং পাতাবিহীন বৃক্ষসমূহের মধ্যে সবুজ পাতাভরা একটি বৃক্ষস্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তাহার ঘর দেখাইয়া দিবেন। আর সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর সমপরিমাণ মাগফেরাত করিয়া দিবেন। গাফেলদের মধ্যে থাকিয়াও আল্লাহর যিকির করা হইলে এইসব ফযীলত পাওয়া যাইবে। নতুবা এইরূপ মজলিসে শরীক হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাদীসে আছে, বন্ধুত্বপূর্ণ মজলিস হইতে নিজেকে বাঁচাও। আজিজী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, ঐসব মজলিস যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের আলোচনা বেশী হয় বাজে কথাবার্তা ও বেহুদা কাজ কর্ম হয়। এক বুযুর্গ বলেন, এক বার আমি বাজারে যাইতেছিলাম। আমার সাথে একটি হাবশী বাঁদী ছিল। তাহাকে আমি বাজারে এক জায়গায় এই মনে করিয়া বসাইয়া দিলাম যে, ফিরিবার সময় তাহাকে নিয়া যাইব। কিন্তু সেইখান হইতে সে চলিয়া আসিল। ফিরিবার সময় আমি তাহাকে না পাইয়া রাগান্বিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সেই বাঁদী আসিয়া বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! রাগান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিবেন না ; আপনি আমাকে এমনসব লোকের কাছে বসাইয়া গিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর যিকির হইতে গাফেল ছিল। আমার ভয় হইল যে, নাজানি আল্লাহর আজাব আসিয়া পড়ে এবং তাহারা মাটিতে ধসিয়া যায় আর আমিও তাহাদের সহিত আজাবে ধসিয়া যাই।

(۱۹) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهٖ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کرلیا کر۔

اُذْكُرْنِیْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً اَكْفِكَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا (اخرجه احمد كذا فى الدر)

میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا (ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا)

(১৯) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এরশাদ নকল করিতেছেন যে, তুমি ফজর ও আছর নামাযের পর সামান্য সময় আমার যিকির কর। আমি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তোমার যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া দিব। (আরেক হাদীসে আছে, আল্লাহর যিকির করিতে থাক ; ইহা তোমার উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য সহায়ক হইবে।)

(দুররে মানসূর ঃ আহমদ)

ফায়দা ঃ আখেরাতের জন্য না হউক দুনিয়ার জন্যই আমরা কতই না চেষ্টা করিয়া থাকি। এমন কী ক্ষতি হইয়া যাইবে যদি ফজর ও আছরের পর সামান্য সময় আল্লাহর যিকিরেও মশগুল থাকি! বহু হাদীসে এই দুই সময় যিকির করার অধিক পরিমাণে ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই যেহেতু যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবার ওয়াদা করিতেছেন, কাজেই আর কিসের জরুরত বাকী থাকিতে পারে।

এক হাদীসে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন যে, যাহারা ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে তাহাদের সাথে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকিরকারীদের সঙ্গে বসা আমার নিকট চারজন আরবী গোলাম আজাদ করা হইতে অধিক পছন্দনীয়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সহিত পড়িয়া সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকে অতঃপর দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, সে একটি কামেল হজ্জ ও একটি কামেল ওমরার ছওয়াব পাইবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আছরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন জামাতের সহিত যিকিরে মশগুল থাকা আমার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে অধিক প্রিয়। এইসব কারণেই ফজর ও আছর নামাযের পর অজীফা পড়া হইয়া থাকে। সূফিয়ায়ে কেরাম এই দুই ওয়াক্তকে অজীফা আদায়ের জন্য খুবই গুরুত্ব দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ফজরের পরের সময়টিকে ফকীহগণও খুব

গুরুত্ব দিয়াছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কথা বলা মকরূহ। হানাফী মাজহাব মতে 'দোররে মোখতার' কিতাবের লেখকও এই সময় কথা বলা মকরূহ লিখিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ঐ অবস্থায় বসা থাকিয়া কোন কথা বলার আগে এই দোয়া দশবার পড়িবে তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হইবে, দশটি গোনাহ মাফ হইবে, জান্নাতে দশগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইবে এবং সমস্ত দিন শয়তান ও যাবতীয় ক্ষতিকর বস্তু হইতে হেফাজত থাকিবে। দোয়া এই ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি এক। তাঁহার কোন শরীক নাই। দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত রাজত্ব তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মরণ দান করেন। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের পর এই এস্তেগফার তিনবার পড়িবে, তাহার গোনাহ সমুদ্র পরিমাণ হইলেও মাফ হইয়া যাইবে। এস্তেগফার এই ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۔

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট সমস্ত গোনাহের মাগফেরাত চাহিতেছি, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইতেছি ; তওবা করিতেছি।

(২০) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمًا وَّمُتَعَلِّمًا ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دُنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دُور ہے) مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم ۔

(رواه الترمذى و ابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى حديث حسن كذا فى الترغيب وذكره فى الجامع الصغير برواية ابن ماجة ورقم له بالحسن وذكره فى مجمع الزوائد برواية

الطبرانى فى الاوسط عن ابن مسعود وكذا السيوطى فى الجامع الصغير وذكره برواية البزار عن ابن مسعود بلفظ اِلَّا اَمْرًا بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْيًا عَنْ مُّنْكَرٍ اَوْ ذِكْرَ اللّٰهِ ورقم له بالصحة)

(২০) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর যিকির ও উহার নিকটবর্তী জিনিসসমূহ এবং আলেম ও দ্বীনের তালেবে-এলেম ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে দূরে)। (তারগীব ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ 'উহার নিকটবর্তী হওয়া'র অর্থ যিকিরের নিকটবর্তী হওয়াও হইতে পারে। তখন যিকিরের সহায়ক ও সাহায্যকারী জিনিসসমূহ উদ্দেশ্য হইবে। যেমন জরুরত পরিমাণ খানা-পিনা ও জীবন ধারণের জন্য জরুরী আসবাবপত্র। এমতাবস্থায় এবাদতের সাহায্যকারী যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর যিকিরের মধ্যে শামিল থাকিবে।

'উহার নিকটবর্তী হওয়া'র আরেক অর্থ আল্লাহর নৈকট্যও হইতে পারে। এই ব্যাখ্যা হিসাবে যাবতীয় এবাদতসমূহ ইহার মধ্যে শামেল হইবে আর আল্লাহর যিকির দ্বারা তখন বিশেষ যিকির উদ্দেশ্য হইবে। উভয় ব্যাখ্যা অনুসারে এলেম ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। প্রথম ব্যাখ্যায় এই হিসাবে যে, এলেম আল্লাহর যিকিরের নিকটবর্তী করিয়া দেয়। যেমন কথা আছে ঃ "بے علم نتواں خدارا شناخت" "এলেম ছাড়া আল্লাহকে চিনা যায় না। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় এই হিসাবে যে, এলেমের চাইতে বড় এবাদত আর কি হইতে পারে! কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলেম ও তালেবে-এলেমকে ভিন্নভাবে উহার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এলেম অনেক বড় দৌলত।

এক হাদীসে আছে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এলেম শিক্ষা করা আল্লাহকে ভয় করার শামিল। আর উহার তলবও তালাশে কোথাও যাওয়া এবাদত। আর উহা মুখস্থ করা এইরূপ যেমন তছবীহ পড়া। আর উহা নিয়া চিন্তা-গবেষণা করা জিহাদের শামিল। আর উহা পাঠ করা করা দান-খয়রাত সমতুল্য। যোগ্য পাত্রে উহা দান করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা, এলেম জায়েয নাজায়েয চিনার উপায় এবং জান্নাতে পৌঁছার জন্য পথের নিশানা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সান্ত্বনাদানকারী এবং সফরের সাথী। কেননা, কিতাব দেখার দ্বারা উভয় কাজ হাছিল হয়, এমনিভাবে একাকী অবস্থায় আলাপ-আলোচনাকারী, সুখে-দুঃখে দলীল স্বরূপ। দুশমনের বিরুদ্ধে, দোস্ত-আহবাবের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। ইহার

কারণে আল্লাহ তায়ালা ওলামায়ে কেরামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। কেননা তাহারা কল্যাণের দিকে আহবানকারী হন এবং তাহারা এইরূপ ইমাম ও নেতা হন যে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাহাদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা হয়, তাহাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। ফেরেশতারা তাহাদের সহিত দোস্তি করার আগ্রহ রাখে, বরকত হাছিল করার জন্য অথবা মহব্বতের পরিচয় স্বরূপ আপন ডানা তাহাদের উপর মোছন করে। দুনিয়ার আদ্র শুস্ক প্রত্যেক বস্তু তাহাদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এমনকি সমুদ্রের মাছ, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু, বিষাক্ত জানোয়ার, সাপ ইত্যাদি পর্যন্ত তাহাদের গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। আর এইসব ফযীলত এইজন্য যে, এলেম হইল অন্তরের নূর, চোখের আলো। এলেমের কারণেই বান্দা উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল করিয়া লয়। এলেম অধ্যয়ন করা রোযা সমতুল্য। উহা ইয়াদ করা তাহাজ্জুদের সমতুল্য। উহা দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া থাকে। এলেম দ্বারাই হালাল–হারাম জানা যায়। এলেম হইল আমলের ইমাম আর আমল হইল উহার অনুগামী। নেক লোকদেরকেই এলেমের এলহাম করা হয়। হতভাগারা উহা হইতে মাহরূম থাকিয়া যায়।

কেহ কেহ এই হাদীস সম্পর্কে কিছুটা আপত্তি করিলেও ইহাতে বর্ণিত ফযীলতসমূহ অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া এলেমের আরও অনেক ফযীলত হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উপরোক্ত হাদীস শরীফে আলেম ও তালেবে–এলেমকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে 'আলওয়াবিলুছ ছাইয়্যিব' নামে আরবী ভাষায় একখানি কিতাব লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিকিরের ফায়দা ও উপকারিতা একশতেরও বেশী। তন্মধ্য হইতে ঊনাশিটি ফায়দা নম্বর সহ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ক্রমিক নম্বরসহ এইগুলি এইখানে উল্লেখ করিতেছি। অনেক ক্ষেত্রে একটি ফায়দার ভিতরে একাধিক ফায়দা রহিয়াছে বিধায় এই ঊনআশিটি ফায়দার ভিতর যিকিরের একশতেরও বেশী ফায়দা আসিয়া গিয়াছে।

যিকিরের একশত ফায়দা

(১) যিকির শয়তানকে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়।

(২) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

(৩) মনের দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দেয়।

(৪) মনে আনন্দ ও খুশী আনয়ন করে।

(৫) শরীরে ও অন্তরে শক্তি যোগায়।

(৬) চেহারা ও অন্তরকে নূরানী করে।

(৭) রিযিক টানিয়া আনে।

(৮) যিকিরকারীকে প্রভাব ও মাধুর্যের পোশাক পরানো হয়। তাহার দৃষ্টিপাতের কারণে মনে ভয়ও জাগে আবার তাহার প্রতি চাহিলে মনে স্বাদ ও মধুরতা অনুভব হয়।

(৯) আল্লাহর মহব্বত পয়দা করে। আর মহব্বতই হইল ইসলামের রূহ দ্বীনের কেন্দ্র এবং সৌভাগ্য ও নাজাতের আসল উপায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বত পাইতে চায় সে যেন বেশী বেশী তাহার যিকির করে। পড়াশুনা ও বারবার আলোচনা যেমন ইলম হাসিলের দরজা স্বরূপ তদ্রুপ আল্লাহর যিকিরও তাহার মহব্বতের দরজাস্বরূপ।

(১০) যিকিরের দ্বারা মোরাকাবা নছীব হয়। যাহা যিকিরকারীকে এহছানের স্তরে পৌছাইয়া দেয়। এই স্তরে পৌছিতে পারিলে বান্দার এমন এবাদত নছীব হয় যেমন সে আল্লাহকে দেখিতে পাইতেছে। (এই এহছানের ছেফত অর্জন করাই সূফীগণের জীবনের চরম উদ্দেশ্য।)

(১১) আল্লাহর দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে ফলে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য আশ্রয়স্থল হইয়া যান এবং যাবতীয় বিপদ আপদে সে একমাত্র তাঁহারই দিকে মনোযোগী হইয়া যায়।

(১২) আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়। যিকির যতবেশী হয় ততই নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যিকির হইতে যেই পরিমাণ গাফলতি করা হইবে, সেই পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরত্ব পয়দা হইবে।

(১৩) আল্লাহর মারেফতের দরজা খুলিয়া যায়।

(১৪) বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও বড়ত্ব পয়দা করে এবং আল্লাহ সবসময় বান্দার সঙ্গে আছেন—এই ধ্যান পয়দা করিয়া দেয়।

(১৫) আল্লাহ তায়ালার দরবারে আলোচনার কারণ হয়। যেমন

কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব।"

(সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৫২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে—

مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ الحديث

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি।"

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের বয়ানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যিকিরের যদি আর কোন ফযীলত নাও থাকিত, তবে এই একটি মাত্র ফযীলতই ইহার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি যিকিরের আরও বহু ফযীলত রহিয়াছে।

(১৬) দিলকে জিন্দা করে। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, দিলের জন্য আল্লাহর যিকির এইরূপ, যেইরূপ মাছের জন্য পানি। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, পানি ছাড়া মাছের কি অবস্থা হয়।

(১৭) যিকির হইল, দিল ও রূহের খোরাক। খাদ্য না পাইলে শরীরের যে অবস্থা হয়, যিকির না পাইলে দিল ও রূহেরও তদ্রূপ অবস্থা হয়।

(১৮) দিলের জং অর্থাৎ মরিচা দূর করিয়া দেয়। যেমন হাদীসে আছে, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে সেই জিনিস হিসাবে মরিচা ও ময়লা জন্মে। দিলের ময়লা ও মরিচা হইল খাহেশাত ও গাফলত। যিকির উহাকে পরিস্কার করিয়া দেয়।

(১৯) ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়।

(২০) বান্দার মনে আল্লাহর প্রতি যে দূরত্ব ও অসম্পর্কের ভাব থাকে যিকির উহা দূর করিয়া দেয়। গাফেলের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা থেকে একপ্রকার দূরত্ব পয়দা হয়, যাহা যিকিরের দ্বারা দূর হয়।

(২১) বান্দা যে সমস্ত যিকির-আজকার করে, উহা আরশের চতুর্দিকে বান্দার যিকির করিয়া ঘূরিতে থাকে। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সতের নম্বর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(২২) যে ব্যক্তি সুখের সময় আল্লাহর যিকির করে, আল্লাহ তায়ালা মুছীবতের সময় তাহাকে স্মরণ করেন।

(২৩) যিকির আল্লাহর আজাব হইতে নাজাতের ওসীলা।

(২৪) যিকিরের কারণে ছাকীনা ও রহমত নাজেল হয়। ফেরেশতারা চতুর্দিক হইতে যিকিরকারীকে ঘিরিয়া রাখে। সকীনার অর্থ এই অধ্যায়ের

২নং পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(২৫) যিকিরের বরকতে জবান গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা, খারাপ কথা, বেহুদা কথা হইতে হেফাজতে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যাহার জবান যিকিরে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সে এইসব জিনিস হইতে সাধারণতঃ হেফাজতে থাকে। আর যাহার জবান যিকিরে অভ্যস্ত হয় না, সে এইগুলির মধ্যে লিপ্ত থাকে।

(২৬) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস। আর গাফলতি ও বেহুদা কথাবার্তার মজলিস হইল শয়তানের মজলিস। এখন মানুষের এখতিয়ার রহিয়াছে সে যেমন মজলিস চাহিবে পছন্দ করিয়া নিবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি উহাকেই পছন্দ করে যাহার সহিত সে সম্পর্ক রাখে।

(২৭) যিকিরের বদৌলতে যিকিরকারীও সৌভাগ্যবান হয়। আর তাহার আশেপাশের লোকেরাও সৌভাগ্যবান হয়। আর গাফেল ও বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও বদবখত হয় এবং তাহার আশেপাশের লোকেরাও বদবখত হয়।

(২৮) যিকিরকারী কেয়ামতের দিন আফসোস করিবে না। কেননা, হাদীসে আছে, যে মজলিসে আল্লাহর যিকির হয় না, কেয়ামতের দিন উহা আফসোস ও লোকসানের কারণ হইবে।

(২৯) যিকির অবস্থায় যদি নির্জনে ক্রন্দনও নসীব হয়, তবে কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড উত্তাপে যখন মানুষ ছটফট করিতে থাকিবে তখন যিকিরকারীকে আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে ছায়া দিবেন।

(৩০) দোয়াকারীগণ যাহা কিছু পায় যিকিরকারীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক পায়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার যিকিরে কারণে যে দোয়া করিবার সুযোগ পায় নাই, আমি তাহাকে দোয়াকারী হইতে উত্তম দান করিব।

(৩১) সবচেয়ে সহজ এবাদত হওয়া সত্ত্বেও যিকির সমস্ত এবাদত হইতে উত্তম। সবচেয়ে সহজ এইজন্য যে, শুধু জবান নড়াচড়া করা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করা হইতে সহজ।

(৩২) আল্লাহর যিকির জান্নাতের চারাগাছ।

(৩৩) যিকিরের জন্য যত পুরস্কার ও সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে, অন্য কোন আমলের জন্য এইরূপ করা হয় নাই। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এই দোয়া যে কোন দিন একশত বার পড়ে, তাহার জন্য দশটি গোলাম আজাদ করার সওয়াব লেখা হয়, একশত নেকী লেখা হয়, একশত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হইতে হেফাজতে থাকে। যে ব্যক্তি এই আমল তাহার চেয়ে বেশী করে সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তাহার চেয়ে উত্তম বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ অনেক হাদীস দ্বারা যিকির সর্বোত্তম আমল বলিয়া প্রমাণিত হয়। বেশ কিছু হাদীস এই কিতাবেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩৪) সবসময় যিকির করার বদৌলতে নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া হইতে—যাহা উভয় জাহানে বদ নসীবীর কারণ—নিরাপদ থাকা নসীব হয়। কেননা আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া নিজেকে ও নিজের সমস্ত কল্যাণকে ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (سورہ حشر رکوع ۳)

অর্থ ঃ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লার ব্যাপারে বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে বেপরোয়া করিয়া দিয়াছেন। আর উহারাই ফাসেক।

(সূরা হাশর, আয়াত ঃ ১৯)

অর্থাৎ তাহাদের বিবেক–বুদ্ধিকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রকৃত লাভকে বুঝে নাই। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে ভুলিয়া যায় তখন নিজের কল্যাণ সম্পর্কেও গাফেল হইয়া যায়। অবশেষে ইহাই ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষেত–খামার করিল কিন্তু উহাকে ভুলিয়া গেল ; সেবা–যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিল না, তবে তাহা নির্ঘাত ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাওয়া তখনই সম্ভব হইবে যখন জিহ্বাকে যিকির দ্বারা সর্বদা তরুতাজা রাখিবে এবং যিকির তাহার নিকট এরূপ প্রিয় হইয়া যাইবে যেরূপ প্রচণ্ড পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি, অত্যাধিক ক্ষুধার সময় খাদ্য, তীব্র গরম ও শীতের সময় ঘরবাড়ী ও পোশাক–পরিচ্ছদ প্রিয়বস্তু হইয়া যায়। বরং আল্লাহর যিকির তো ইহার চেয়েও বেশী প্রিয় হইবার দাবী রাখে। কারণ, এইসব জিনিস না হইলে শুধু শরীরই ধ্বংস হওয়ার আশংকা। কিন্তু যিকির না হইলে দিল এবং রূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহার সহিত শরীর ধ্বংসের কোন তুলনাই হয় না।

(৩৫) যিকির মানুষের উন্নতি সাধন করিতে থাকে। বিছানায়–বাজারে, সুস্থতায়–অসুস্থতায়, নেয়ামত ও ভোগবিলাসে মশগুল অবস্থায়ও উন্নতি

করিতে থাকে। আর কোন বস্তু এমন নাই যাহা সর্বাবস্থায় উন্নতির কারণ হইতে পারে। এমনকি যিকির দ্বারা যাহার দিল নূরানী হইয়া যায়, সে ঘুমন্ত অবস্থায়ও গাফেল রাত্রি জাগরণকারী হইতে অনেক আগে বাড়িয়া যায়।

(৩৬) যিকিরের নূর দুনিয়াতেও সঙ্গে থাকে, কবরেও সঙ্গে থাকে এবং আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর আগে আগে চলিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ
فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (سورہ انعام رکوع ۱۵)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মৃত অর্থাৎ গোমরাহ ছিল আমি তাহাকে জীবিত অর্থাৎ মুসলমান বানাইয়াছি আবার তাহাকে এমন নূর দিয়াছি যাহা লইয়া সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে অর্থাৎ সর্বদা এই নূর তাহার সঙ্গে থাকে। সে কি ঐ দুর্দশাগ্রস্ত, গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমান হইবে যে উহা হইতে বাহির হইবার শক্তি রাখে না? (সূরা আন'আম, আয়াতঃ ১২২)

আয়াতে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি মোমিন, যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং আল্লাহর মহব্বত, মারেফত ও যিকিরে সে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে এই সবকিছু হইতে খালি। বাস্তবিক পক্ষে এই নূর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আর ইহার মধ্যেই পুরাপুরি কামিয়াবী। এই কারণেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে নূর চাহিতেন ও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রত্যেকটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে নূর দ্বারা ভরিয়া দেওয়ার জন্য দোয়া করিতেন। বহু হাদীসে এইরূপ দোয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেমন তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! আমার গোশতে, হাড়ে, মাংসপেশীতে, পশমে, চর্মে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পিছনে নূর দিয়া ভরিয়া দাও। এমনকি এই দোয়াও করিতেন, হে আল্লাহ! আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত নূর বানাইয়া দাও অর্থাৎ তাঁহার সত্তাই যেন নূর হইয়া যায়। এই নূর অনুসারেই আমলের মধ্যে নূর পয়দা হয়। এমনকি অনেকের আমল সূর্যের মত নূর লইয়া আসমানে পৌঁছিয়া থাকে। কেয়ামতের দিনেও তাহাদের চেহারায় এইরূপ নূর ঝলমল করিতে থাকিবে।

(৩৭) যিকির তাছাউফের মৌলিক বিষয়গুলির মূল। ইহা সূফিয়ায়ে কেরামের সব তরীকায় চলিয়া আসিতেছে। যিকিরের দরজা যাহার জন্য খুলিয়া গিয়াছে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবার দরজাও তাহার জন্য খুলিয়া

গিয়াছে। আর আল্লাহ পর্যন্ত যে পৌঁছিয়াছে সে যাহা চায় তাহাই পায়। কেননা, আল্লাহর দরবারে কোন জিনিসেরই কমি নাই।

(৩৮) মানুষের অন্তরে একটি কোণ আছে, যাহা যিকির ছাড়া অন্য কিছু দিয়া পূরণ হয় না। যিকর যখন দিলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে তখন শুধু ঐ কোণটুকুই পূর্ণ করে না বরং যিকিরকারীকে সম্পদ ছাড়াই ধনী করিয়া দেয়। আত্মীয়-স্বজন ও জনবল ছাড়াই মানুষের অন্তরে তাহাকে সম্মানী করিয়া দেয়। রাজত্ব ছাড়াই তাহাকে বাদশাহ বানাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি যিকির হইতে গাফেল হয় সে ধনসম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

(৩৯) যিকির বিক্ষিপ্তকে একত্র করে এবং একত্রকে বিক্ষিপ্ত করে। দূরবর্তীকে নিকটবর্তী করে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে।

বিক্ষিপ্তকে একত্র করার অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে বিভিন্ন রকমের যেই সমস্ত আশংকা, চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানী জমিয়া থাকে, যিকির সেইগুলিকে দূর করিয়া অন্তরে প্রশান্তি আনিয়া দেয়।

'একত্রকে বিক্ষিপ্ত করা'র অর্থ হইল, মানুষের অন্তরে যেই সমস্ত চিন্তা-ফিকির জমা হইয়াছে, যিকির সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়, মানুষের যেই সমস্ত ভুল-চুক ও পাপরাশি একত্র হইয়াছে যিকির সেইগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং শয়তানের যে সৈন্যবাহিনী মানুষের উপর চাপিয়া বসিয়াছে যিকির উহাকে তাড়াইয়া দেয় এবং আখেরাত যাহা দূরে উহাকে নিকটবর্তী করিয়া দেয় আর দুনিয়া যাহা নিকটে উহাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

(৪০) যিকির মানুষের দিলকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দেয়। গাফলত হইতে সতর্ক করিয়া দেয়। দিল যতক্ষণ ঘুমাইতে থাকে নিজের সমস্ত কল্যাণই হারাইতে থাকে।

(৪১) যিকির একটি গাছ। ইহাতে মারেফতের ফল ধরিয়া থাকে। সূফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় হাল ও মাকামের ফল ধরে। যিকির যত বেশী হইবে ততই সেই গাছের শিকড় মজবুত হইবে। আর শিকড় যত মজবুত হইবে গাছে তত বেশী ফল ফলিবে।

(৪২) যিকির ঐ পবিত্র সত্তার নিকটবর্তী করিয়া দেয় যাহার যিকির করা হয়। এইভাবে অবশেষে তাঁহার সঙ্গলাভ হইয়া যায়। যেমন কুরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকীনদের সাথে আছেন। (সূরা নাহ্‌ল, আয়াত ঃ ১২৮)

হাদীসে আছে ঃ أَنَا مَعَ عَبْدِيْ مَا ذَكَرَنِيْ অর্থাৎ, আমি বান্দার সহিত থাকি যতক্ষণ সে আমার যিকির করিতে থাকে। এক হাদীসে আছে, আমার যিকিরকারীগণ আমার আপনজন, তাহাদেরকে আমি আমার রহমত হইতে দূরে সরাই না। যদি তাহারা নিজেদের গোনাহ হইতে তওবা করিতে থাকে তবে আমি তাহাদের বন্ধু হই আর যদি তাহারা তওবা না করে তবে আমি তাহাদের চিকিৎসক হই ; গোনাহ হইতে পবিত্র করিবার জন্য তাহাদেরকে কষ্ট পেরেশানীতে লিপ্ত করি। তদুপরি যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার যে সঙ্গ হাসিল হয় উহার তুল্য আর কোন সঙ্গ হইতে পারে না। উহা না ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না লিখিয়া প্রকাশ করা যায়। আল্লাহ পাকের সঙ্গ ও সান্নিধ্যের লজ্জত ও স্বাদ সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে উহা লাভ করিয়াছে। হে আল্লাহ! আমাকেও উহার কিছু অংশ দান করুন।

(৪৩) যিকির গোলাম আজাদ করার সমতুল্য। আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার সমতুল্য। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমতুল্য। (পিছনে এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সামনে আরও বর্ণনা আসিতেছে।)

(৪৪) যিকির শোকরের মূল। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, সে শোকরও আদায় করে না। এক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিলেন, আপনি আমার উপর অনেক এহসান করিয়াছেন সুতরাং আমাকে এমন তরীকা বলিয়া দিন যাহাতে আপনার বেশী বেশী শোকর আদায় করিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইলেন, তুমি যত বেশী আমার যিকির করিবে তত বেশী আমার শোকর আদায় হইবে। আরেক হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনার শান মোতাবেক শোকর কিভাবে আদায় হইবে? আল্লাহ তায়ালা ফরমাইলেন, তোমার জবান যেন সর্বদা যিকিরের সহিত তরতাজা থাকে।

(৪৫) পরহেজগার লোকদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহারাই বেশী সম্মানী, যাহারা সবসময় যিকিরে মশগুল থাকে। কেননা, তাকওয়ার শেষ ফল হইল জান্নাত আর যিকিরের শেষ ফল হইল আল্লাহ তায়ালার সঙ্গলাভ।

(৪৬) দিলের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের কঠোরতা আছে। যাহা যিকির ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নরম হয় না।

(৪৭) যিকির হইল দিলের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা।

(৪৮) যিকির হইল আল্লাহর সহিত দোস্তির মূল। আর যিকির হইতে গাফলতী তাহার সহিত দুশমনীর মূল।

(৪৯) যিকিরের মত আল্লাহর নেয়ামত আকর্ষণকারী এবং আল্লাহর আজাব দূরকারী আর কোন জিনিস নাই।

(৫০) যিকিরকারীর উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত এবং ফেরেশতাদের দোয়া থাকে।

(৫১) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকিয়াও জান্নাতের বাগানে ঘুরাফেরা করিতে চায় সে যেন যিকিরের মজলিসে বসে। কেননা, এই মজলিসগুলি হইল জান্নাতের বাগান।

(৫২) যিকিরের মজলিস হইল ফেরেশতাদের মজলিস।

(৫৩) আল্লাহ তায়ালা যিকিরকারীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।

(৫৪) সর্বদা যিকিরকারী ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে জান্নাতে দাখেল হইবে।

(৫৫) যাবতীয় আমল আল্লাহর যিকির করার জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

(৫৬) সমস্ত আমলের মধ্যে সেই আমলই সর্বোত্তম যাহাতে বেশী বেশী যিকির করা হয়। যেমন, যে রোযার মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা সর্বোত্তম রোযা, যে হজ্জের মধ্যে বেশী যিকির করা হয় উহা সর্বোত্তম হজ্জ। এমনিভাবে জিহাদ ইত্যাদি আমলেরও একই হুকুম।

(৫৭) যিকির নফল আমল ও এবাদতসমূহের স্থলাভিষিক্ত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, গরীব সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী লোকেরা বড় বড় মর্তবা হাসিল করিয়া নেয় ; তাহারা আমাদের মতই নামায-রোযা আদায় করে। অথচ সম্পদের কারণে তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদের মাধ্যমে আমাদের চেয়ে আগে বাড়িয়া যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলিয়া দিব যাহার ফলে কোন ব্যক্তি তোমাদের মর্তবায় পৌছিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কেহ যদি এই আমলই করে তবে সে পৌছিতে পারিবে। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়িতে বলিলেন। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাত নং হাদীসে ইহার বর্ণনা আসিতেছে। উক্ত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকিরকে হজ্জ, ওমরা,

জিহাদ ইত্যাদি এবাদতের সমপর্যায়ে সাব্যস্ত করিয়াছেন।

(৫৮) যিকির অন্যান্য এবাদতের জন্য খুবই সহায়ক ও সাহায্যকারী। কেননা, বেশী বেশী যিকির করার দ্বারা প্রত্যেকটি এবাদত প্রিয় হইয়া যায়। ফলে এবাদতে স্বাদ লাগিতে আরম্ভ করে ; কোন এবাদতের মধ্যেই কষ্ট ও বোঝা অনুভব হয় না।

(৫৯) যিকিরের কারণে প্রত্যেক কষ্টকর কাজ আছান হইয়া যায় এবং প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ হইয়া যায়। সর্বপ্রকার বোঝা হালকা হইয়া যায়। সকল মুছীবত দূর হইয়া যায়।

(৬০) যিকিরের কারণে দিল হইতে ভয়-ভীতি দূর হইয়া যায়। ভয়-ভীতি দূর করিয়া দিলের মধ্যে প্রশান্তি আনার ব্যাপারে আল্লাহর যিকিরের বিশেষ দখল রহিয়াছে ; ইহা যিকিরের বিশেষ গুণ, যতই যিকির বেশী করা হইবে অন্তরে ততবেশী শান্তি লাভ হইবে এবং ভয়-ভীতি দূর হইবে।

(৬১) যিকিরের কারণে মানুষের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি পয়দা হয় যাহার দরুন দুঃসাধ্য কাজও সহজ হইয়া যায়। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) আটা পিষা ও ঘরের অন্যান্য কাজ-কর্মে কষ্টের কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন একজন খাদেম চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শুইবার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ আল্লাহু আকবার পড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, ইহা খাদেম হইতে উত্তম।

(৬২) আখেরাতের মেহনতকারীরা সবাই দৌড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে যিকিরকারীদের জামাত সকলের আগে রহিয়াছে। হযরত গোফরা (রহঃ)এর আজাদকৃত গোলাম ওমর (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন যখন লোকদের নিজ নিজ আমলের সওয়াব মিলিবে তখন অনেকেই এই বলিয়া আফসোস করিবে যে, হায় আমরা কেন যিকিরের এহতেমাম করি নাই। অথচ ইহা সবচেয়ে সহজ আমল ছিল। এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মুফাররিদ লোকেরা আগে বাড়িয়া গিয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুফাররিদ লোক কাহারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, যাহারা যিকিরের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। যিকির তাহাদের যাবতীয় বোঝাকে হালকা করিয়া দেয়।

(৬৩) যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ তায়ালা সত্যায়ন করেন ও

তাহাদেরকে সত্যবাদী বলেন। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাহাদেরকে সত্যবাদী বলেন, তাহাদের হাশর মিথ্যাবাদীদের সাথে হইতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, আমি ছাড়া কোন মাবূদ নাই আর আমি সবচেয়ে বড়।

(৬৪) যিকিরের দ্বারা জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন যিকির বন্ধ করিয়া দেয় তখন ফেরেশতারা নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা অমুক নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছ কেন? তখন তাহারা বলে, এই নির্মাণ কাজের খরচ এখনও পর্যন্ত আসে নাই। আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীম সাতবার পড়ে, জান্নাতে তাহার জন্য একটি গম্বুজ তৈরী হইয়া যায়।

(৬৫) যিকির জাহান্নামের জন্য দেওয়াল স্বরূপ। কোন বদ-আমলের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হইলেও যিকির মাঝখানে প্রাচীর হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই যিকির যত বেশী হইবে প্রাচীর তত বেশী মজবুত হইবে।

(৬৬) ফেরেশতারা যিকিরকারীদের গোনাহমাফীর জন্য দোয়া করে। হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, বান্দা যখন সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলে অথবা আল-হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন বলে, তখন ফেরেশতারা এই বলিয়া দোয়া করে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে মাফ করিয়া দিন।

(৬৭) যেই পাহাড়ের উপর অথবা ময়দানের মধ্যে আল্লাহর যিকির করা হয় উহা গর্ববোধ করে। হাদীস শরীফে আছে, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডাকিয়া বলে, আজ তোমার উপর দিয়া কোন যিকিরকারী পথ অতিক্রম করিয়াছে কি? যদি সে বলে, অতিক্রম করিয়াছে তবে উক্ত পাহাড় আনন্দিত হয়।

(৬৮) বেশী বেশী যিকির করা মোনাফেকী হইতে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা (ও সনদস্বরূপ)। কেননা, আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের অবস্থা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর যিকির খুব কমই করিয়া থাকে। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৪২)

হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বেশী বেশী যিকির করে সে মোনাফেকী হইতে মুক্ত।

(৬৯) সমস্ত নেক আমলের মোকাবেলায় যিকিরের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের স্বাদ রহিয়াছে। যাহা অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না। যদি

যিকিরের এই স্বাদ ছাড়া অন্য কোন ফযীলত নাও থাকিত তবুও উহার ফযীলতের জন্যে ইহাই যথেষ্ট ছিল। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন যে, স্বাদ অনুভবকারীরা কোন কিছুতেই যিকিরের সমান স্বাদ পায় না।

(৭০) যিকিরকারীদের চেহারায় দুনিয়াতে চমক এবং আখেরাতে নূর হইবে।

(৭১) যে ব্যক্তি পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে, দেশে-বিদেশে বেশী বেশী যিকির করে, কেয়ামতের দিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী বেশী হইবে। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সম্পর্কে এরশাদ ফরমান ঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

অর্থাৎ, ঐ দিন জমিন আপন খবরা-খবর বর্ণনা করিবে।

(সূরা যিলযাল, আয়াত ঃ ৪)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জমিনের খবরা-খবর তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) বলিলেন, আমাদের জানা নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যে কোন পুরুষ ও মহিলা জমিনের যে অংশে যে কাজ করিয়াছে জমিন বলিয়া দিবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিন আমার উপর এই কাজ করিয়াছে (ভাল হউক বা মন্দ হউক)। এইজন্যই বিভিন্ন জায়গায় বেশী বেশী যিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারীও বেশী হইবে।

(৭২) জবান যতক্ষণ যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিবে, ততক্ষণ মিথ্যা, গীবত, বেহুদা কথাবার্তা হইতে হেফাজতে থাকিবে। কারণ, জবান তো চুপ থাকেই না ; হয় আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইবে, না হয় বেহুদা কথা বলিবে। দিলের অবস্থাও তদ্রূপ—দিল যদি আল্লাহর মহব্বতে মশগুল না হয় তবে উহা মখলূকের মহব্বতে লিপ্ত হইবে।

(৭৩) শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন—সর্বরকমে তাহাকে আতংকিত করিতে থাকে এবং চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। দুশমন যাহাকে চতুর্দিক হইতে সবসময় ঘেরাও করিয়া রাখে তাহার অবস্থা কত মারাত্মক হয় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু দুশমনও যদি এইরূপ হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকেই চায় যে, যত পারি কষ্ট দিব, তবে তো আরও মারাত্মক হইবে! এইসমস্ত বাহিনীকে হটাইবার জন্য যিকির ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। বহু হাদীসে অনেক দোয়া বর্ণিত হইয়াছে, যেইগুলি পড়িলে শয়তান নিকটেও আসিতে পারে না, ঘুমাইবার পূর্বে পড়িলে রাতভর শয়তান হইতে হেফাজত হয়।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) এই ধরনের বেশ কিছু দোয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ছয়টি শিরোনামে বিভিন্ন প্রকার যিকিরের তুলনামূলক ফযীলত ও যিকিরের মৌলিক ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ৭৫টি পরিচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য বর্ণিত খাছ দোয়াসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। এই কিতাবখানি সংক্ষিপ্ত করার জন্য সেইগুলি উল্লেখ করা হইল না। যাহার তওফীক হইবে তাহার জন্য এই কিতাবে যাহা আছে, তাহাও যথেষ্টের চেয়ে বেশী। আর যাহার তাওফীক নাই তাহার জন্য হাজারো ফাযায়েল বর্ণনা করিলেও কোন কাজে আসিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কালেমায়ে তাইয়্যেবা

কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে কালেমায়ে তাওহীদও বলা হয়। কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে যত বেশী পরিমাণে এই কালেমা তাইয়্যেবা উল্লেখ করা হইয়াছে সম্ভবতঃ এত বেশী পরিমাণে আর কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। যেহেতু সকল শরীয়ত ও সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়াতে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্যই হইল তাওহীদ ; কাজেই এই কালেমার উল্লেখ যত বেশী পরিমাণেই করা হউক না কেন উহা যুক্তিসঙ্গত। কুরআন পাকে এই কালেমাকে বিভিন্ন শিরোনামে ও বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা', 'কাওলে ছাবেত', 'কালেমায়ে তাকওয়া', 'মাকালীদুস্-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' (অর্থাৎ আসমান-জমিনের চাবিকাঠি) প্রভৃতি। যেমন সামনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আসিতেছে। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) 'এহয়াউল-উলূম' কিতাবে নকল করিয়াছেন ঃ ইহা 'কালেমায়ে তাওহীদ', 'কালেমায়ে এখলাস', 'কালেমায়ে তাকওয়া', কালেমায়ে তাইয়্যেবা' 'উরওয়াতুল-উস্কা', দাওয়াতুল-হক ও 'ছামানুল-জান্নাহ'।

যেহেতু কুরআন পাকে বিভিন্ন শিরোনামে ইহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, কাজেই এই অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে কিন্তু কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দ উল্লেখ করা হয় নাই। এইজন্য আয়াতগুলির সংক্ষিপ্ত তফসীরও বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহা সাহাবায়ে কেরাম হইতে অথবা স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে পূর্ণ কালেমায়ে তাইয়্যেবা অর্থাৎ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উল্লেখ করা হইয়াছে অথবা কিছু পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, লা ইলাহা ইল্লা হূ। যেহেতু এই সকল আয়াতে স্বয়ং কালেমার উল্লেখ রহিয়াছে অথবা অন্য শব্দ দ্বারা উহা প্রকাশ করা হইয়াছে তাই এই সকল আয়াতের তরজমা দরকার মনে করা হয় নাই ; শুধু সূরা ও রুকূর

উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত হাদীসের তরজমা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলিতে এই পবিত্র কালেমার তরগীব ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার প্রতি হুকুম করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার শব্দগুলি উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু কালেমায়ে তাইয়্যেবাকেই বুঝানো হইয়াছে।

(১) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ۝ تُؤْتِيْٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ ۢ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

(سورہ ابراہیم۔ ع ۴)

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی کہ وہ مشابہ ہے ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف جا رہی ہوں اور وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر فصل میں پھل دیتا ہو (یعنی خوب پھلتا ہو) اور اللہ تعالیٰ مثالیں اس لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں اور خبیث کلمہ (یعنی کلمہ کفر) کی مثال ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ وہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے اور اس کو زمین میں کچھ ثبات نہ ہو۔

(১) আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তায়ালা কালেমায়ে তাইয়্যেবার কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছেন? উহা একটি পবিত্র বৃক্ষসদৃশ যাহার শিকড় মাটিতে গাড়িয়া আছে আর উহার শাখা–প্রশাখা আসমানের দিকে যাইতেছে। এই বৃক্ষটি আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেক মৌসুমে ফল দেয় (অর্থাৎ খুব ফল ধরে)। আল্লাহ তায়ালা এই সকল দৃষ্টান্ত এইজন্য বর্ণনা করেন, যাহাতে মানুষ খুব ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর খবীছ (অর্থাৎ কুফরী) কালেমার দৃষ্টান্ত হইল, ঐ নিকৃষ্ট বৃক্ষ সদৃশ যাহা মাটির উপর হইতেই উপ্‌ড়াইয়া লওয়া হয় এবং মাটিতে উহার কোন স্থায়িত্ব নাই। (সূরা ইবরাহীম, রুকূ ঃ ৪)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, কালেমায়ে তাইয়্যেবা দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমায়ে শাহাদত—'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

যাহার শিকড় মুমিনের স্বীকারোক্তির মধ্যে আর শাখা–প্রশাখা আসমানে। কেননা ইহার দ্বারা মুমিনের আমল আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। আর কালেমায়ে খবীছা হইল শির্‌ক। ইহার সহিত কোন আমলই কবুল হয় না। অন্য এক হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, সর্বদা ফল দেওয়ার অর্থ হইল, আল্লাহকে দিবা–রাত্র সর্বদা স্মরণ করা। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনী ব্যক্তিরা (দান–খয়রাতের মাধ্যমে) সমস্ত সওয়াব নিয়া যাইতেছে। জওয়াবে তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল দেখি—যদি কোন ব্যক্তি সামান–পত্র উপরে নীচে স্তূপ করিয়া রাখিতে থাকে, তবে উহা কি আসমানের উপর চড়িয়া যাইবে? আমি কি তোমাকে এমন জিনিস শিখাইয়া দিব যাহার শিকড় জমিনে আর শাখা–প্রশাখা আসমানে। তুমি প্রত্যেক নামাযের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ' দশ দশবার করিয়া পড়। ইহার শিকড় জমিনে আর শাখা–প্রশাখা আসমানে।

(২) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ

(سورہ فاطر۔ رکوع ۲)

جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے (وہ اللہ ہی سے عزت حاصل کرے کیونکہ) ساری عزت اللہ ہی کے واسطے ہے اسی تک اچھے کلمے پہونچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔

(২) যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করিতে চায় (সে যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতেই ইজ্জত লাভ করে। কারণ,) সমস্ত ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। আর তাহারই নিকট উত্তম কালেমা পৌঁছিয়া থাকে এবং নেক আমল ঐগুলিকে পৌঁছাইয়া দেয়।

ফায়দা ঃ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে উত্তম কালেমার অর্থ হইল, কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ — সাধারণভাবে মুফাস্‌সিরগণ এই কথাই নকল করিয়াছেন। অন্য এক তফসীর অনুযায়ী ইহার অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশকারী শব্দসমূহ। যেমন অন্য অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আসিবে।

(৩) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۗ (سورہ انعام۔ رکوع ۱۴)

اور تیرے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف (و اعتدال) کے اعتبار سے پورا ہے۔

(৩) আর তোমার রবের কালেমা সত্যতা ইনসাফ ও মধ্যপন্থার দিক দিয়া পরিপূর্ণ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রবের কালেমা দ্বারা লা– ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে। আর অধিকাংশ তফসীরকারের মতে কালামুল্লা শরীফকে বুঝানো হইয়াছে।

(٤) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ○ (سورہ ابراہیم۔ رکوع ۴)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات (یعنی کلمہ طیبہ) سے دنیا اور آخرت دونوں میں مضبوط رکھتا ہے اور کافروں کو دونوں جہان میں بچلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت سے) جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

(৪) আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে পাকাপোক্ত কথা (অর্থাৎ কালেমায়ে তাইয়্যেবা) দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে মজবুত করিয়া রাখেন। আর কাফেরদেরকে উভয় জগতে গোমরাহ করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা আপন হেকমতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকেন।

ফায়দা ঃ হযরত বারা' (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যখন কবরে সওয়াল করা হয় তখন মুসলমান ব্যক্তি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেয়। কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত পাকাপোক্ত কথার অর্থ ইহাই। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, পাকাপোক্ত কথার অর্থ কবরের সওয়াল–জওয়াব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন মুসলমানের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন ফেরেশতারা আসিয়া তাহাকে সালাম করে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। যখন তাহার মৃত্যু হইয়া যায় ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় এবং তাহার জানাযায় শরীক হয়। অতঃপর দাফন হওয়ার পর তাহাকে বসায় এবং তাহার সহিত সওয়াল–জওয়াব হয়। তন্মধ্যে ইহাও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমার সাক্ষ্য কি? সে বলে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'—ইহাই উল্লেখিত আয়াত শরীফের অর্থ।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়াতে পাকাপোক্ত কালেমার অর্থ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আখেরাতে ইহার অর্থ সওয়াল–জওয়াব। হযরত তাউস (রহঃ) হইতেও এই ব্যাখ্যাই নকল করা হইয়াছে।

(٥) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاۗءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۭ وَمَا دُعَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○ (سورۂ رعد۔ رکوع ۲)

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے (اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے) تاکہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ (پانی اُڑکر) اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔

(৫) সত্য ডাক তাহারই জন্য নির্দিষ্ট। আর ইহারা আল্লাহকে ছাড়া যাহাদেরকে ডাকে তাহারা ইহাদের আবেদনকে ইহার চেয়ে বেশী মঞ্জুর করিতে পারে না যে পরিমাণ পানি ঐ ব্যক্তির আবেদনকে মঞ্জুর করিতে পারে যে নিজের উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় (এবং পানিকে নিজের দিকে ডাকে) যেন পানি তাহার মুখে আসিয়া পৌছে। অথচ এই পানি (কোন রকমেই তাহার মুখে উড়িয়া) আসিয়া পৌছিবে না। বস্তুতঃ কাফেরদের দরখাস্ত একেবারে বৃথা।

ফায়দা ঃ হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, দাওয়াতুল হক বা সত্য ডাকের অর্থ হইল তাওহীদ অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে যে, 'দাওয়াতুল হক' দ্বারা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেওয়াকেই বুঝানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ হইতেও এইরূপ উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে।

(٦) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۗءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـــًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○ (سورہ آل عمران۔ ع ۷)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلّم ہونے میں) برابر ہے وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے۔ خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔

(৬) হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন—হে আহলে কিতাব (ইহূদী–নাসারা)! তোমরা এমন এক কালেমার দিকে আস যাহা (স্বীকৃত হওয়ার কারণে) আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান (ভাবে স্বীকৃত)। আর তাহা

এই যে, আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কাহারও এবাদত করিব না। আল্লাহর সহিত অন্য কিছুকে শরীক করিবনা। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া আমরা একে অপরকে রব সাব্যস্ত করিবনা। ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমরা বলিয়া দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলমান।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু পরিস্কার যে, কালেমার অর্থ তাওহীদ ও কালেমায়ে তাইয়্যেবাহ। হযরত আবুল আলিয়া ও হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, কালেমা দ্বারা এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–কেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

(٧) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ○ (سورۂ آل عمران۔ رکوع ۱۲)

(اے اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم لوگ (سب اہلِ مذاہب سے) بہترین جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے تو اُن کے لئے بہتر تھا ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو ایمان لے آئے) لیکن اکثر حصہ ان میں سے کافر ہے

(৭) (হে উম্মতে মুহাম্মাদী!) তোমরা (সকল ধর্মাবলম্বী হইতে) সর্বোত্তম দল। যে দলটিকে লোকদের উপকারের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ কর মন্দ কাজে বাধা দাও আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। যদি আহলে কিতাবও ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত ; তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমান (অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে) আর অধিকাংশই কাফের।

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, ভাল কাজে আদেশ করার অর্থ হইল, তোমরা লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এবং আল্লাহর হুকুম স্বীকার করার জন্য আদেশ কর। কেননা, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু।

(٨) وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِينَ ○ (سورہ ہود۔ رکوع ۱۰)

(اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصّوں میں بیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں (نامۂ اعمال سے) بُرے کاموں کو یہ بات ایک نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لئے۔

(৮) এবং (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি নামাযের পাবন্দী করিতে থাকুন দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমল (আমলনামা হইতে) গোনাহকে মিটাইয়া দেয়। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

ফায়দা ঃ এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত হাদীসে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নেক আমল (আমলনামা হইতে) গোনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, আর যখন কোন গোনাহ হইয়া যায় তখন দেরী না করিয়া তৎক্ষণাৎ কোন নেক আমল করিয়া নাও, যাহাতে গোনাহের কারণে তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইয়া যায় এবং গোনাহ মিটিয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহও কি নেক আমলের মধ্যে গণ্য? অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলেও কি নেক আমল হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। হযরত আনাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে যে কোন সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ ধৌত হইয়া যায়।

(٩) إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ (سورہ نحل۔ رکوع ۱۳)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا اور منع فرماتے ہیں فحش باتوں سے اور بُری باتوں سے اور کسی پر ظلم کرنے سے حق تعالیٰ شانہٗ تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔

(৯) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার, এহসান ও আত্মীয়–স্বজনকে দান করার হুকুম করেন এবং অশ্লীল কাজ, অন্যায় আচরণ ও জুলুম করা হইতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদিগকে নসীহত করেন যেন তোমরা নসীহত গ্রহণ কর।

ফায়দা ঃ 'আদল' শব্দের অর্থ তফসীরে বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এক তফসীরে বর্ণিত

হইয়াছে, আদল অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করা আর 'এহসান' অর্থ ফরজসমূহকে আদায় করা।

(১০) يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ (سورہ احزاب۔ رکوع ۹)

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستی کی (پکی) بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور گناہ معاف فرما دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہونچے گا۔

(১০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক (পাকা) কথা বল, আল্লাহ তোমাদের আমল ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে বিরাট সফলতা অর্জন করিবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে,'সঠিক (পাকা)' কথা বলার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। অন্য এক হাদীসে আছে, সর্বাপেক্ষা পাকা আমল তিনটি—সর্বদা (সুখে—দুঃখে অভাবে ও সচ্ছলতায়) আল্লাহর যিকির করা।। দ্বিতীয় ঃ নিজের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করা (অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, অন্যের বেলায় তো খুব জোর দেখানো হয় কিন্তু নিজের বেলায় এদিক সেদিকের কথা বলিয়া কাটাইয়া দেওয়া হয়)। তৃতীয় ঃ ভাইকে আর্থিক সাহায্য করা।

(১১) فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۭ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ (سورہ زمر۔ ع ۲)

پس آپ میرے ایسے بندوں کو خوش خبری سُنا دیجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر سُنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کا اتباع کرتے ہیں یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں۔

(১১) অতএব আপনি আমার ঐ সকল বান্দাকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহারা এই কুরআনকে মনোযোগ দিয়া শুনে অতঃপর উহার সর্বোত্তম কথাগুলির অনুসরণ করে। ইহাদিগকেই আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দিয়াছেন এবং ইহারাই জ্ঞানবান।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জায়েদ, হযরত আবু যর গিফারী ও হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এই তিনজন সাহাবী জাহেলিয়াতের যুগেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতেন। উল্লেখিত

আয়াতে সর্বোত্তম কথাগুলি দ্বারা ইহাকেই বুঝানো হইয়াছে। হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম (রাযিঃ) হইতেও প্রায় একই ধরনের কথা বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত আয়াতখানি এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা জাহেলিয়াতের যুগেও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতেন।—জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল, আবুযর গিফারী ও সালমান ফারসী (রাযিঃ)

(১২) وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝ۚ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (سورہ زمر۔ رکوع ۴)

اور جو لوگ (اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے) سچی بات لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی (اس کو سچا جانا) تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں یہ لوگ جو کچھ چاہیں گے اُن کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بُرے اعمال کو اُن سے دور کر دے (اور معاف کر دے) اور نیک کاموں کا بدلہ (ثواب) دے۔

(১২) যাহারা (আল্লাহর পক্ষ হইতে অথবা তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে) সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে এবং নিজেরাও উহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে (অর্থাৎ উহাকে সত্য জানিয়াছে) তাহারাই পরহেজগার। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহাদের প্রভুর নিকট পাইবে। ইহাই হইল নেককার লোকদের পুরস্কার ; যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে তাহাদের হইতে দূর করিয়া দেন (অর্থাৎ মাফ করিয়া দেন) এবং নেক কাজগুলির বিনিময় (অর্থাৎ সওয়াব) দান করেন।

ফায়দা ঃ যাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে লইয়া আসেন তাহারা হইতেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর যাহারা আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষ হইতে লইয়া আসেন তাহারা হইতেছেন ওলামায়ে কেরাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সত্য কথা'র অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কোন কোন মুফাসসিরীনের মতে 'যে সত্য কথা লইয়া আসিয়াছে' দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হইয়াছে আর 'যাহারা সত্যতা স্বীকার করিয়াছে' দ্বারা মুমিনদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

(১৩) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ (جل جلالہٗ) ہے پھر مستقیم رہے (یعنی جمے رہے

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ○ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ○ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ○ (سورہ حم سجدہ۔ رکوع ۴)

اس کو چھوڑا نہیں) اُن پر فرشتے اُتریں گے (موت کے وقت اور قیامت میں یہ کہتے ہوئے) کہ نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور خوشخبری لو اُس جنّت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور آخرت میں تمہارے لئے جس چیز کو تمہارا دل چاہے وہ موجود ہے اور وہاں جو تم مانگو گے وہ ملے گا (اور یہ سب انعام واکرام) بطور مہمانی کے ہے اللہ جل شانہٗ کی طرف سے (کہ تم اس کے مہمان ہوگے اور مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے)

(১৩) নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, আমাদের রব আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) অতঃপর ইহার উপর অটল রহিয়াছে, অর্থাৎ জমিয়া রহিয়াছে, উহাকে ছাড়ে নাই। তাহাদের উপর (মৃত্যুকালে ও কিয়ামতের ময়দানে) ফেরেশতা অবতীর্ণ হইবে (এবং বলিবে) ঃ তোমরা ভয় করিও না, চিন্তিত হইও না আর সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ জান্নাতের যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের সহিত করা হইয়াছে, আমরা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখেরাতেও তোমাদের সাথী থাকিব, আর আখেরাতে তোমাদের মনে যাহা চায় তাহা বিদ্যমান আছে। সেখানে তোমরা যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। আর এই সব (পুরস্কার ও সম্মান) অতি ক্ষমাশীল ও অতি মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ হইতে মেহমানী স্বরূপ হইবে। (কেননা তোমরা তাহার মেহমান হইবে আর মেহমানকে সম্মান করা হইয়া থাকে।)

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, অটল থাকিবার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তির উপর কায়েম থাকে। হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতেও এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকে এবং শেরেক ইত্যাদিতে লিপ্ত হয় নাই।

(۱۴) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ (سورہ حم سجدہ۔ رکوع ۵)

بات کی عمدگی کے لحاظ سے کون شخص اُس سے اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

(১৪) উৎকৃষ্ট কথার দিক হইতে কোন ব্যক্তি তাহার চাইতে উত্তম হইতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নেক আমল করে আর এরূপ বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন।

ফায়দা ঃ হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর দিকে ডাকা' দ্বারা মুয়াজ্জিন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহা বুঝানো হইয়াছে। হযরত আসেম ইবনে হোবায়রাহ (রহঃ) বলেন, যখন তুমি আযান শেষ করিবে তখন বলিবে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

(۱۵) فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا (سورہ فتح۔ رکوع ۳)

پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ (سکون تحمّل یا خاص رحمت) اپنے رسول پر نازل فرمائی اور مؤمنین پر اور اُن کو تقویٰ کے کلمہ پر (تقویٰ کی بات پر) جمائے رکھا اور وہی اُس تقویٰ کے کلمہ کے مستحق تھے اور اہل تھے۔

(১৫) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের প্রতি এবং মুমিনদের প্রতি আপন ছাকীনা (অর্থাৎ প্রশান্তি ও সহন ক্ষমতা বা খাছ রহমত ও শান্তি) নাযিল করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার কালেমার উপর (তাকওয়ার কথার উপর) অটল রাখিলেন। আর তাহারাই এই তাকওয়ার কালেমার উপযুক্ত ছিল।

ফায়দা ঃ অধিকাংশ বর্ণনায় তাকওয়ার কালেমার অর্থ কালেমায়ে তাইয়্যেবাই বলা হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রাহ ও হযরত সালামাহ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহাই নকল করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উদ্দেশ্য। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হইতেও এই অর্থই নকল করা হইয়াছে। হযরত আতা খোরাসানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পূর্ণ কালেমাই ইহার অর্থ।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবারও নকল করা হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে হযরত বারা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(۱۶) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۚ

بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور بھی کچھ

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ (سورہ رحمٰن۔ رکوع ۳)

ہو سکتا ہے سوائے (جنّ و انس) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

(১৬) উপকারের বদলা উপকার ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে কি? অতএব (হে জিন ও ইনসান) তোমরা আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতের অস্বীকার করিবে?

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হইল, আমি যাহাকে দুনিয়াতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র নেয়ামত দান করিয়াছি আখেরাতে ইহার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে? হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার বদলা জান্নাত ছাড়া আর কি হইতে পারে। হযরত হাসান (রহঃ) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی ۝ (سورہ اعلیٰ۔ رکوع ۱)

فلاح کو پہونچ گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا (یاکی حاصل کی)

(১৭) কামিয়াবী লাভ করিয়াছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা হাসিল করিয়াছে।

ফায়দা ঃ হযরত জাবের (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, পবিত্রতা হাসিল করার অর্থ হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ–র সাক্ষ্য প্রদান করা এবং মূর্তিপূজা বর্জন করা। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৮) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْیُسْرٰی ۝ (سورہ لیل۔ رکوع ۱)

پس جس شخص نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو آسان کردیں گے ہم اس کو آسانی کی چیز کے لئے۔

(১৮) অতএব যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায়) দান করিল, আল্লাহকে ভয় করিল এবং উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল তাহার জন্য আমি আরামদায়ক বস্তু সহজ করিয়া দিব।

ফায়দা ঃ 'আরামদায়ক বস্তু' দ্বারা এইখানে জান্নাত বুঝানো হইয়াছে। কারণ, জান্নাতে সব ধরনের শান্তি ও সুবিধা সহজে পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ, আমি তাহাকে এমন আমলের তাওফীক দান করিব যাহার ফলে ঐ সকল নেক কাজ সহজ হইয়া যাইবে যাহা দ্রুত জান্নাতে পৌছাইয়া দেয়। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে উক্ত আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। হযরত আবদুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, উত্তম কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হযরত ইমাম আজম (রহঃ) আবু জুবায়েরের সূত্রে হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ছাদ্দাকা বিল হুছনা' পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর 'কায্যাবা বিল হুছনা' পড়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহার অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অবিশ্বাস করা।

(১৯) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزٰٓی اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝ (سورہ انعام۔ ع ۲۰)

جو شخص نیک کام کرے گا اس کو (کم سے کم) دس حصے ثواب کے ملیں گے اور جو برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا (کہ کوئی نیکی درج نہ کی جائے یا بدی کو بڑھا کر لکھ دیا جائے)۔

(১৯) যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে, সে (কমপক্ষে) দশগুণ সওয়াব পাইবে আর যে গোনাহের কাজ করিবে সে সমান সমান বদলা পাইবে এবং তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করা হইবে না। (অর্থাৎ কোন নেক কাজ লেখা হয় নাই কিংবা কোন গোনাহ অতিরিক্ত লেখা হইয়াছে এমন হইবে না।)

ফায়দা ঃ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন এই আয়াত নাযিল হইল, তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–ও কি নেকীর মধ্যে গণ্য? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ইহা তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেকী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, 'হাছানাহ' অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, 'হাছানাহ' দ্বারা লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত আবু যর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমস্ত নেক আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন ৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, দশগুণ সওয়াব সাধারণ মানুষের জন্য আর মুহাজিরগণের জন্য সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

(২০) حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ؕ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ؕ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ
(سورہ مومن ع۱)

یہ کتاب اُتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے گناہ کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قدرت (یا عطا) والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

(২০) এই কিতাব নাযিল হইয়াছে আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, গোনাহ মাফকারী, তওবা কবূলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং কুদরত (বা দান) ওয়ালা। তিনি ছাড়া আর কেহ এবাদতের যোগ্য নহে। তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

ফায়দা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে এই আয়াতের তফসীর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোনাহমাফকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তওবা কবূলকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, আর কঠিন শাস্তি প্রদানকারী ঐ ব্যক্তির জন্য যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে না।

আয়াতে উল্লেখিত 'যিত্তাউল' অর্থ ধনী। 'লা ইলাহা ইল্লা হু' কুরাইশী কাফেরদের প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, কেননা তাহারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল না। আর 'ইলাইহিল মাছীর' অর্থ হইল, তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ঐ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে যাহাতে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করেন। আর তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ঐ ব্যক্তিকে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে নাই যাহাতে তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।

(২১) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ
(بقرہ. رکوع ۳۴)

پس جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش عقیدہ ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں۔

(২১) অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে মজবুত কড়াকে আঁকড়াইয়া ধরিল যাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবে না।

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, 'মজবুত কড়া ধরিল' অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিল। হযরত সুফিয়ান (রহঃ) হইতেও বর্ণিত যে, আয়াতে উল্লেখিত 'উরওয়াতুল উছকা' দ্বারা কালেমায়ে এখলাস উদ্দেশ্য।

উপসংহার

আরও বহু আয়াতের তফসীরেও কুরআনের কোন কোন শব্দের অর্থ কালেমায়ে তাওহীদ লওয়া হইয়াছে। যেমন, ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেন, হযরত জাকারিয়া (আঃ)এর ঘটনায় উল্লেখিত مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ বুঝানো হইয়াছে। এমনিভাবে إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ এর আমানত দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ উদ্দেশ্য। আলোচনা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য এতটুকুই বর্ণনা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত আয়াত আলোচিত হইবে যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে পুরা কালেমা উল্লেখ করা হইয়াছে, কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার কোথাও ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে হুবহু কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। এমনিভাবে مَا مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ এর অর্থও তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তদ্রূপ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ এরও একই অর্থ। এমনিভাবে لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللّٰهَ এর অর্থও প্রায় একই রকম। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ছাড়া কাহারো এবাদত করি না। لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ এরও একই অর্থ যে, আমরা তাহাকে ছাড়া আর কাহারো এবাদত করি না। অনুরূপ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ এর অর্থ হইল তিনিই একমাত্র মা'বুদ।

এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যেইগুলির অর্থ কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থের অনুরূপ। এই সমস্ত আয়াতের সূরা ও রুকূসমূহের উদ্ধৃতি এইজন্য উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ আয়াতের তরজমা কেহ দেখিতে চাহিলে উদ্ধৃতির সাহায্যে কুরআন শরীফের তরজমা হইতে উহা দেখিয়া লইতে পারিবে। আর বস্তুতঃ সমস্ত কুরআন শরীফই কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ। কেননা, পুরা কুরআন ও পুরা দ্বীনের

উদ্দেশ্যই হইতেছে তাওহীদ, আর তাওহীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বিভিন্ন যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে পাঠানো হইয়াছে। তাওহীদই সকল দ্বীনের এক ও অভিন্ন বিষয়। আর তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বিভিন্ন শিরোনাম অবলম্বন করা হইয়াছে। আর ইহাই কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিষয়বস্তু।

(١) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۟ (سورہ بقرہ رکوع ١٩) (٢) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ (سورہ بقرہ رکوع ٣٤) (٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۟ (سورہ آل عمران رکوع ١) (٤) شَهِدَ
اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ (سورہ آل عمران رکوع ٢) (٥) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۟ (سورہ آل عمران رکوع ٢) (٦) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟ (سورہ آل عمران)
(٧) تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ (سورہ آل عمران رکوع ٧) (٨)
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (سورہ نساء رکوع ١١) (٩) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ۭ (سورہ مائدہ رکوع ١٠) (١٠) قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ انعام رکوع ٢) (١١) مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ۭ (سورہ انعام رکوع ٥) (١٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ (سورہ انعام رکوع ١٣) (١٣) لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۟ (سورہ انعام رکوع ١٣) (١٤) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا (سورہ اعراف رکوع ١٦)
(١٥) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ (سورہ اعراف رکوع ٢٠) (١٦) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ (سورہ توبہ رکوع ٥) (١٧) حَسْبِيَ اللّٰهُ ڶ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ ۟ (سورہ توبہ رکوع ١٦) (١٨) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ (سورہ یونس رکوع ١) (١٩) فَذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ (سورہ یونس رکوع ٤) (٢٠) قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَاۗءِيْلَ
وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۟ (سورہ یونس رکوع ٩) (٢١) فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
(سورہ یونس رکوع ١١) (٢٢) فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ (سورہ ہود رکوع ٢)
(٢٣) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ (سورہ ہود رکوع ٣) (٢٤ - ٢٥ - ٢٦) قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ (سورہ ہود رکوع ٥ - ٦ - ٨) (٢٧) ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۟
(سورہ یوسف رکوع ٥) (٢٨) اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ (سورہ یوسف رکوع ٥) (٢٩) قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ (سورہ رعد رکوع ٤) (٣٠) وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ ابراہیم رکوع ٧) (٣١) اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۟ (سورہ نحل رکوع ١) (٣٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ (سورہ نحل رکوع ٣) (٣٣) اِنَّمَا هُوَ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ (سورہ نحل رکوع ٧) (٣٤) وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ٤) (٣٥) قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ٥) (٣٦) فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ

الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا (سورہ کہف رکوع ٢) (٣٧) هٰٓؤُلَاۗءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ
دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ (سورہ کہف رکوع ٢) (٣٨) يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ (سورہ کہف رکوع ١٢) (٣٩)
وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ (سورہ مریم رکوع ٢) (٤٠) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ (سورہ طٰہٰ رکوع ١) (٤١)
اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ (سورہ طٰہٰ رکوع ١) (٤٢) اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۭ (سورہ طٰہٰ رکوع ٥) (٤٣) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ (سورہ انبیاء رکوع ٢) (٤٤)
اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۭ (سورہ انبیاء رکوع ٢) (٤٥) اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
(سورہ انبیاء رکوع ٢) (٤٦) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ (سورہ انبیاء رکوع ٤) (٤٧) اَفَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَـيْـــًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۭ۟ (سورہ انبیاء رکوع ٥) (٤٨) لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ ڰ (سورہ انبیاء رکوع ٦) (٤٩) اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ (سورہ انبیاء رکوع ٧)
(٥٠) فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۭ (سورہ حج رکوع ٥) (٥١ - ٥٢) اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (سورہ مومنون رکوع ٢) (٥٣) وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ (سورہ مومنون رکوع ٥) (٥٤) فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ (سورہ مومنون رکوع ٦) (٥٥) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ
لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ (سورہ مومنون رکوع ٦) (٥٦) ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ (پانچ مرتبہ سورہ نمل رکوع
نمبرہ میں وارد ہے) (٥٧) وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ (سورہ قصص رکوع ٧) (٥٨) مَنْ اِلٰهٌ
غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ (سورہ قصص رکوع ٧) (٥٩) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۣ
(سورہ قصص رکوع ٩) (٦٠) وَاِلٰـهُنَا وَاِلٰـهُكُمْ وَاحِدٌ (سورہ عنکبوت رکوع ٥) (٦١) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى
تُؤْفَكُوْنَ ۟ (سورہ فاطر رکوع ١) (٦٢) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۟ (سورہ صٰفٰت رکوع ١) (٦٣) اِنَّهُمْ كَانُوْٓا
اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۟ (سورہ صٰفٰت رکوع ٢) (٦٤) اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ
اِلٰهًا وَّاحِدًا ښ (سورہ ص رکوع ١) (٦٥) وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۟ (سورہ ص رکوع ٥)
(٦٦) هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۟ (سورہ زمر رکوع ١) (٦٧) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
(سورہ زمر رکوع ١) (٦٨) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ (سورہ مومن رکوع ١) (٦٩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۟ (سورہ مومن رکوع ٧) (٧٠) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ (سورہ مومن رکوع ٧) (٧١)
يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ حم سجدہ رکوع ١) (٧٢) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ (سورہ حم سجدہ
رکوع ٢) (٧٣) اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ (سورہ شوریٰ رکوع ٢) (٧٤) اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ۟ (سورہ زخرف رکوع ٤) (٧٥) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ (سورہ دخان رکوع ١)
(٧٦) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ (سورہ دخان رکوع ١) (٧٧) اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ (سورہ احقاف رکوع ٢)

(৭৮) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (سورہ محمد رکوع ۲) (৭৯) وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط (سورہ ذٰریٰت رکوع ۳) (৮০) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج (سورہ حشر رکوع ۳) (৮১) اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز (سورہ ممتحنہ رکوع ۱) (৮২) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط (سورہ تغابن رکوع ۲) (৮৩) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (سورہ مزمل رکوع ۱) (৮৪) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ (سورہ کافرون) (৮৫) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ (سورہ اخلاص)

উল্লেখিত ৮৫টি আয়াতের মধ্যে কালেমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা উহার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতগুলি ছাড়া আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যেইগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ভাবার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আমি এই পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে, তাওহীদই দ্বীনের মূল, কাজেই ইহার প্রতি যত বেশী একাগ্রতা ও মনোযোগ হইবে ততই দ্বীনের মধ্যে মজবুতী ও পরিপক্কতা আসিবে। এইজন্য এই বিষয়টিকে বিভিন্ন শব্দে এবং বিভিন্ন ধরনে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তওহীদের বিষয়টি অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য সামান্যতম স্থানও অন্তরে বাকী না থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঐ সমস্ত হাদীস আলোচিত হইয়াছে, যেগুলিতে কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ফাযায়েল উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যেখানে আয়াত এত বেশী পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে হাদীসের কথা বলাই বাহুল্য। অতএব সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কাজেই নমুনা স্বরূপ কিছুসংখ্যক হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ اور تمام دعاؤں میں افضل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ہے۔

(كذا فى المشكوة برواية الترمذى وابن ماجة وقال المنذرى رواه ابن ماجة والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه وقال الحاكم صحيح الإسناد قلت رواه الحاكم بسندين و

صححهما واقره عليهما الذهبى وكذا رقم له بالصحة السيوطى فى الجامع)

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সর্বোত্তম যিকির হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বোত্তম দোয়া হইল, আল-হামদুলিল্লাহ। (মিশকাত ঃ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সর্বোত্তম যিকির হওয়া তো সুস্পষ্ট এবং বহু হাদীসে ইহা অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পুরা দ্বীনের স্থায়ীত্বই হইল কালেমায়ে তাওহীদের উপর। সুতরাং ইহার সর্বোত্তম হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকিতে পারে।

আর 'আল-হামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এই হিসাবে বলিয়াছেন যে, দয়ালু দাতার প্রশংসার উদ্দেশ্যই হইল কিছু চাওয়া। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন সর্দার, আমীর বা নওয়াবের প্রশংসাপত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য তাহার নিকট কিছু চাওয়াই হইয়া থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে যেন ইহার পর আল-হামদুলিল্লাহও পড়িয়া নেয়। কারণ, আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ এর পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ উল্লেখ করিয়াছেন। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বড় যিকির হইল কালেমায়ে তাইয়্যেবা। কেননা, ইহাই হইল দ্বীনের সেই ভিত্তি যাহার উপর পুরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। ইহা সেই পবিত্র কালেমা যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই দ্বীনের চাকা ঘুরে। এই কারণেই সূফী ও আরেফগণ এই কালেমার প্রতি গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং সমস্ত যিকির-আযকারের উপর ইহাকে প্রাধান্য দেন এবং যতদূর সম্ভব ইহার যিকির বেশী পরিমাণে করাইয়া থাকেন। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, এই কালেমার যিকির দ্বারা যে পরিমাণ ফায়দা ও উপকারিতা হাসিল হয় তাহা অন্য কোন যিকির দ্বারা হাসিল হয় না। যেমন, সাইয়েদ আলী ইবনে মাইমুন মাগরেবী (রহঃ)এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, শায়খ উলওয়ান হামাভী (রহঃ) যিনি একজন বিজ্ঞ আলেম মুফতী ও মুদাররেস ছিলেন। তিনি যখন সাইয়েদ সাহেবের খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাহার প্রতি সাইয়েদ সাহেবের মনোযোগ নিবদ্ধ হইল তখন তিনি তাহার শিক্ষকতা ও ফতওয়া দান ইত্যাদি সকল কাজকর্ম বন্ধ করাইয়া তাহাকে

সর্বক্ষণের জন্য যিকিরে মশগুল করিয়া দিলেন। সাধারণ লোকদের তো কাজই হইল অভিযোগ করা আর গালাগালি দেওয়া। কাজেই লোকেরা খুব হৈচৈ আরম্ভ করিল যে, শায়খের উপকার হইতে দুনিয়াকে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, শায়েখকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিন পর সাইয়েদ সাহেব জানিতে পারিলেন শায়খ সাহেব কোন এক সময় কুরআন তেলাওয়াত করেন। সাইয়্যেদ সাহেব ইহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না ; সাইয়্যেদ সাহেবের উপর ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতার অপবাদ লাগিতে শুরু হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শায়েখের উপর যিকিরের প্রভাব পড়িল এবং অন্তরে রঙ ধরিয়া গেল। তখন সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, এইবার তেলাওয়াত আরম্ভ কর। শায়খ যখন কুরআন পাক খুলিলেন, তখন প্রতিটি শব্দে তিনি এমন এলেম ও মারেফাত দেখিতে পাইলেন যাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সাইয়্যেদ সাহেব বলিলেন, খোদা না করুন আমি কুরআন তেলাওয়াত নিষেধ করি নাই বরং এই জিনিসকে পয়দা করিতে চাহিয়াছিলাম।

এই পবিত্র কালেমা যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি এবং ঈমানের মূল, কাজেই যতবেশী ইহার যিকির করা হইবে ততই ঈমানের জড় মজবুত হইবে। এই কালেমার উপরই ঈমান নির্ভর করে ; বরং গোটা জগতের অস্তিত্বই ইহার উপর নির্ভরশীল। যেমন, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে একজনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হইতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যতদিন পর্যন্ত জমিনের বুকে একজনও আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা থাকিবে কেয়ামত হইবে না।

(২) عَنْ اَبِیْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ قَالَ قَالَ مُوْسٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ عَلِّمْنِیْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ بِهٖ قَالَ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اِنَّمَا اُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِیْ بِهٖ قَالَ يَا مُوْسٰی لَوْ اَنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرَضِيْنَ السَّبْعَ فِیْ كَفَّةٍ وَّلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیْ كَفَّةٍ مَّالَتْ

حضور اقدس صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل جلالہٗ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرمادیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں ارشاد خداوندی ہوا، کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے ارشاد ہوا کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص

بِهِمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کو رکھ دیا جائے تو لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔

(رواه النسائی وابن حبان والحاکم کلهم من طریق دراج عن ابی الهیثم عنه و قال الحاکم صحیح الاسناد کذا فی الترغیب قلت قال الحاکم صحیح الاسناد و لم یخرجاه واقره علیه الذهبی و اخرج فی المشکوٰة بروایة شرح السنة نحوه زاد فی منتخب الکنز ابا یعلی والحکیم و ابا نعیم فی الحلیة والبیهقی فی الاسماء و سعید بن منصور فی سننه وفی مجمع الزوائد رواه ابو یعلی ورجاله وثقوا وفیهم ضعف)

(২) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে আরজ করিলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে এমন কোন ওজীফা শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। তিনি আরজ করিলেন, হে পরোয়ারদিগার ! ইহা তো সকলেই পড়িয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আমার রব ! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাহিতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হইল, হে মূসা ! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়ালা পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। (তারগীব ঃ নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ইহাই যে, যে জিনিস যত বেশী প্রয়োজনীয় উহাকে ততবেশী ব্যাপকভাবে দান করিয়া থাকেন। দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই দেখা যাক, শ্বাস-প্রশ্বাস, পানি ও বাতাস কত ব্যাপক প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই আল্লাহ তায়ালাও এইগুলিকে কত ব্যাপক করিয়া রাখিয়াছেন। তবে ইহাও জানিয়া রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে ওজন হইল এখলাছের। যেই পরিমাণ এখলাছের সাথে কোন কাজ করা হইবে ততই ওজনী হইবে। আর এখলাছের অভাব যে পরিমাণ হইবে ততই হালকা হইবে। এখলাছ পয়দা করার জন্যও এই কালেমার বেশী বেশী যিকির যত ফলদায়ক অন্য কোন জিনিস এত

ফলদায়ক নয়। এইজন্যই এই কালেমার নাম হইতেছে জিলাউল–কুলূব (দিলের জং দূরকারী)। তাই সূফীগণ বেশী পরিমাণে এই কালেমার যিকির করাইয়া থাকেন এবং প্রতিদিন শত শত বার বরং হাজার হাজার বার ইহার ওজীফা নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখিয়াছেন, জনৈক মুরীদ নিজের শায়খের নিকট বলিল, হুযূর! আমি যিকির করি কিন্তু আমার দিল গাফেল থাকে। শায়খ বলিলেন, তুমি নিয়মিত যিকির করিতে থাক আর আল্লাহর শোকর আদায় করিতে থাক যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ অর্থাৎ জবানকে তাঁহার যিকির করার তওফীক দান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে দিলের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগের জন্যও দোয়া করিতে থাক।

এইরূপ ঘটনা 'এহ্য়াউল উলূম' গ্রন্থেও আবু ওসমান মাগরেবী (রহঃ) সম্পর্কেও নকল করা হইয়াছে। জনৈক মুরীদ তাঁহার নিকট এই অভিযোগ করার পর তিনি একই জবাব দিয়াছিলেন। প্রকৃতই ইহা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি শোকর কর তবে আমি বাড়াইয়া দিব। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ, যিকির আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত, সুতরাং আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, তিনি যিকিরের তওফীক দান করিয়াছেন।

(۳) عن ابی هریرة قال قلت یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد ظننت یا ابا هریرة ان لا یسئلنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأیت من حرصك علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه۔

حضرت ابوہریرہؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے احادیث پر تمہاری حرص دیکھ کر یہی گمان تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا شخص نہ پوچھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادتمند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا اله الا الله کہے۔

(رواه البخاری وقد اخرجه الحاکم بمعناه وذکر صاحب بهجة النفوس فی لحدیث اربعا وثلثین بحثا)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কেয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উপকৃত হইবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে, তোমার আগে এই ব্যাপারে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না (অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন,) আমার শাফায়াত দ্বারা সবচেয়ে বেশী উপকৃত ও সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি হইবে যে অন্তরের এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। (বুখারী)

ফায়দা ঃ মানুষকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার তৌফিক পক্ষে হওয়াকে সৌভাগ্য বলে।

এখলাসের সহিত কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠকারী শাফায়াতের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত হওয়ার দুই রকম অর্থ হইতে পারে ঃ

এক. এই হাদীসে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হইয়াছে যে এখলাসের সহিত মুসলমান হইয়াছে এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা ছাড়া তাহার কাছে আর কোন নেক আমল নাই। এই অবস্থায় শাফায়াত দ্বারাই তাহার সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, কেননা তাহার কাছে তো অন্য কোন আমল নাই। হাদীসের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহার অর্থ ঐ সমস্ত হাদীসের কাছাকাছি হইবে যেখানে এরশাদ হইয়াছে, আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গোনাহওয়ালাদের জন্য হইবে। কেননা তাহারা নিজেদের আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে ; কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবার বরকতে তাহারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

দুই. হাদীস দ্বারা ঐ সকল লোককে বুঝানো হইয়াছে যাহারা এখলাছের সহিত কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করিতে থাকে এবং তাহাদের নেক আমলও রহিয়াছে। তাহাদের সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান হওয়ার অর্থ এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত দ্বারা তাহারা বেশী উপকৃত হইবে, কেননা উহা তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইবে।

আল্লামা আইনী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কিয়ামতের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়ত ছয় প্রকারের হইবে। এক, হাশরের ময়দানের বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য হইবে। কেননা, হাশরের ময়দানে সমস্ত মাখলূক বিভিন্ন প্রকার কষ্টে লিপ্ত হইয়া অসহ্য অবস্থায় এই কথা বলিতে থাকিবে যে, আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া

হইলেও এই সকল কষ্ট হইতে নাজাত দেওয়া হউক। তখন একের পর এক উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবীদের খেদমতে হাযির হইবে যে, আপনিই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করুন। কিন্তু কাহারও সুপারিশ করার সাহস হইবে না। অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফায়ত করিবেন। এই শাফায়ত সমস্ত জগত, সমস্ত সৃষ্টি, জ্বিন, ইনসান, মুসলমান, কাফের সকলের জন্য হইবে এবং সকলেই উপকৃত হইবে। কিয়ামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার শাফায়াত কোন কোন কাফেরের আজাব হালকা করার জন্য হইবে। যেমন আবু তালেব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রকার শাফায়াত কোন কোন মুমিনকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনার জন্য হইবে, যাহারা পূর্বেই উহাতে দাখিল হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ প্রকার শাফায়াত কতিপয় এমন মুমিনের জন্য হইবে, যাহাঁরা গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে ; তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে ক্ষমা এবং জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফায়াত করা হইবে। পঞ্চম প্রকার শাফায়াত, কোন কোন মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হইবে। ষষ্ঠ প্রকার শাফায়াত, মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হইবে।

(٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيْلَ وَمَا اِخْلَاصُهَا قَالَ اَنْ تَحْجُزَهٗ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ (رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر)

حضرت زیدؓ بن ارقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص (کی علامت) کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔

(৪) হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কলেমার এখলাছ (এর আলামত) কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহাকে হারাম কাজসমূহ হইতে বাধা প্রদান করে।

(তাবারানী)

ফায়দা ঃ ইহা পরিস্কার কথা যে, যখন হারাম কাজ হইতে বিরত থাকিবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে বিশ্বাসী হইবে তখন নিঃসন্দেহে

জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি হারাম কাজ হইতে বিরত নাও থাকে, তবুও নিঃসন্দেহে এই পাক কালেমার বরকতে নিজের মন্দ কাজের শাস্তি ভোগ করার পর কোন এক সময় অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাঁ, খোদা না করুন, যদি অন্যায় ও বদ আমলসমূহের কারণে সে ইসলাম ও ঈমান হইতেই বঞ্চিত হইয়া যায়, তবে ভিন্ন কথা।

হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহঃ) 'তাম্বীহুল গাফেলীন' কিতাবে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী হইল, সে যেন বেশী বেশী করিয়া কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়িতে থাকে, নিজের ঈমান বাকী থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়াও করিতে থাকে এবং নিজেকে গোনাহ হইতে বাঁচাইতে থাকে। কেননা, বহু লোক এমন রহিয়াছে যে, গোনাহের কারণে শেষ পর্যন্ত তাহাদের ঈমান চলিয়া যায়। ফলে দুনিয়া হইতে কুফরের অবস্থায় বিদায় নেয়। ইহা হইতে বড় মুসীবত আর কি হইতে পারে যে, এক ব্যক্তির নাম সারাজীবন মুসলমানদের তালিকায় রহিল কিন্তু কেয়ামতের দিন কাফেরদের তালিকাভুক্ত হইয়া গেল। ইহা সত্যিকার ও চরম আফসোসের বিষয়। যে ব্যক্তি সারাজীবন গীর্জা বা মন্দিরে কাটাইল অবশেষে তাহাকে কাফেরদের দলভুক্ত করা হইল তাহার জন্য আফসোস নাই ; আফসোস তো তাহার জন্য যে মসজিদে জীবন কাটাইল অথচ কাফেরদের মধ্যে গণ্য হইল। সাধারণতঃ অধিক গোনাহ ও নির্জনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। অনেক লোক এমন রহিয়াছে যাহাদের নিকট অন্যের মাল-সম্পদ গচ্ছিত থাকে ; তাহারা জানে যে, ইহা অন্যের মাল ; কিন্তু মনকে এই বলিয়া বুঝায় যে, কোন একসময় আমি তাহাকে ফেরত দিয়া দিব এবং পাওনাদার হইতে মাফ করাইয়া নিব। কিন্তু উহার সুযোগ আর হইয়া উঠে না, পূর্বেই মৃত্যু আসিয়া যায়। অনেক লোক এমন রহিয়াছে যে, স্ত্রী তালাক হইয়া গিয়াছে—বুঝা সত্ত্বেও স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত থাকে আর এই অবস্থাতেই মৃত্যু আসিয়া যায় যে, তওবার করারও তৌফিক হয় না। বস্তুতঃ এই ধরনের অবস্থাতেই পরিশেষে ঈমানহারা হইয়া যায়। (আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এই ধরনের অবস্থা হইতে রক্ষা করুন।)

হাদীসের কিতাবসমূহে একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এক যুবকের ইন্তেকাল হইতে লাগিলে লোকেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিল, এই যুবক কালেমা উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু